"ছবি"

(বন্ধুদিগের পাঞ্চরং)

(পাঁজারে পাজী, মণিনাথিনী, [illegible], [illegible],
চাঁদমামা প্রণেতা)

(মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য)

শ্রীদুর্গাদাস দে কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী কর্ত্তৃক [illegible] পরিবর্ত্তিত।

কলিকাতা।

১১৩নং গ্রে-ষ্ট্রীট "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

মূল্য ।৵

পুষ্পাঞ্জলি।

পরমপূজনীয়—

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

বড়বাবু মহাশয়!

ছবি বুকে রাখিয়া এই ছবি আঁকিয়াছি, রঙ গুলিতে জানি না, তুলিও ধরিতে জানি না; জানি মাত্র আপনার শ্রীচরণ;ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি গুরুপদে অর্পণ করিলাম, দয়া করিয়া গ্রহণ করুন্। আপনার আশীর্ব্বাদে কত লোক উদ্ধার হইল। ভরসা—আপনার আশীর্ব্বাদে আমিও উদ্ধার হইব।

কলিকাতা
মিনার্ভা থিয়েটার।
১১ই পৌষ,
১৩০৩ সাল।

সেবকানুসেবক
শ্রী[illegible]

প্রস্তাবনা।

(সে-কালের স্ত্রীগণ ও এ-কালের স্ত্রীগণ)

এ-স্ত্রী। আমরা হালি বিলাসিনী।
ফ্যাসানে পাগলিনী,
ফ্যাসান করি আমদানি।
এই যে দেখ্‌ছ বাস্‌কেট্‌,
এতে আছে এটিকেট্‌,
এডুকেশনের মোরা, ক'রবো নাকো বেইমানি॥

সে-স্ত্রী। আমরা বিল্বদলে গঙ্গাজলে
করি দেবতা অর্চ্চনা।
গুরুজনায় ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছু জানিনা॥
পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, পতিই দেবতা,
পতির বশে বশীভূতা, চাহিনা স্বাধীনতা,
প্রণমী মা ঈশাণী, পদে ধরি িনয় করি,
রক্ষা কর [illegible]

এ-স্ত্রী। পিওনো বাজায়ে তুলিব তান।
গলা ছেড়ে গাবো স্বাধীনতা গান॥

সে-স্ত্রী। প্রাতঃকালে উঠি দুর্গা ব'লে ডাকি
গঙ্গা স্নান ক'রে, পট্টবস্ত্র প'রে,
পূজি শিব-শিবানী॥

এ-স্ত্রী— আমরা স্কুলেতে যাব, বোর্ডিংয়েতে রব,
গুরু-মা ভজিব, নভেল পড়িব, নায়িকা সাজিব,
করে কর দিয়ে প্রণয়ে ফেলিব,
বিলাতে ব'লে লেটার লিখিব,
লভের হব রাজ রাণী।

এ-স্ত্রী। ওলো বুড়ী হ'লে বুদ্ধি যায়, মিথ্যা কিছু নয়।
সাম্‌নে এসে ক'ইতে কথা হয় না কি তোর ভয়?
রাগের চোটে ঠোটে ঠোটে হয়েছে আমার—
ছেঁড়া চেটায় শুয়ে দেখিস্ স্বপ্ন লাখ টাকার॥
ও তোর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যতেক দেবতা।
আমরা সবে হাজির হ'লে থাক্‌বে কে কোথা?
খালো চ'লে, অঙ্গ জ্বলে দেখে মূর্ত্তি কদাকার।
আর কেন লো, পটল তোল গেল অধিকার॥

সে-স্ত্রী। ধর্ম্ম ইহকালে পরকালে চাই তব বল।
তোমারে ঠেলিলে যেন পায় প্রতিফল॥

এ-স্ত্রী। ছিলার ডিয়ার মিষ্টার কমিউনিটি।
হিন্দুয়ানীর ক'রবো মোরা ভিটে মাটি চাটি॥
এটিকেট্ হাজির হবে সদরে অন্দরে।
নর নারী সভ্য হবে একালের জোরে॥

(একালের স্ত্রীগণের গীত)

সতিনী ও তোর জারি জুরি,
ভারি ভুরি. চল্‌বেনালো আর।
সাধ ক'রে কি গাল দি তোরে,
ও তোর হিঁদুয়ানী:ফক্কিকার ॥
খোঁপা বেধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নথ নেড়ে, (এসেছিলি)
ও তোর কোশা-কুসি, নামাবলী হবে বলিদান,
এখন এডুকেশন ইমান্সিপেশন তুলেছে নিশান ॥
ওলো এদিক যে কাছাকাছি হ'য়েছে তোমার।
উইদাউট্‌ বি.এ ক'রবো না বিয়ে,
নেবোনা কেরাণী পতি, চাইলো ডিপুটী পতি,
নহে ব্যারিষ্টার পতি, নিদেন পতি এডিটার।
মেল ফিমেলে মিলে যাব হোটেলে,
মার্‌বো গোপ্তা খাবো কোপ্তা, কেবা কি বলে,
(এখন) চ'ড়্‌বো গাড়ী, মার্‌বো পাড়ি,
হাজির হবো বেলভেডিয়ার ॥

বড়দিনের পঞ্চরং

ছবি

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

ডেপুটীর বৈঠকখানা।

(নদের চাঁদ ও নদের চাঁদের ঠাকুরমা)

নদের চাদ। মনিমোহন দাদা না কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন ওঁকেই নান্দিমুখ কর্ত্তে বল। ও কন্যে সম্প্রদান করলেই হবে।

ঠাকুরমা। সে কিরে, তা কি হয়! ও তো হবিষ্যি করেনি।

নদে। উপোস ক'রে অত মাথা বকান আমার [illegible] আমার চা খেতেই সময় কুলোয় না, আদালতে [illegible] না। তিনবার চা না খেলে আমার হেল্‌থ ভাল

ঠাকু-মা। দাদা! তুই থাক্‌তে ক ভাল দেখায়।

নদে। ঠাকুরবা, গঙ্গানেয়ে এলেই হবে, আর জাতির ছিটে ফোঁটা গন্ধ আছে। মেয়েটাকে লেখা পড়া শেখালেম, বড় করে রাখলেম, তবু টাকা খরচ।

ঠাকু-মা। তা কি করবে দাদা, কায়েতের মেয়ে, হাকিমের মেয়ে, নাম ডাকৃত আছে।

নদে। কত খরচ করবো বলো, আর যে পারিনি, আমার যে এখন হাকিমি মনে পড়ছে। আহা! লেখা পড়া শেখালেম বড় করে রাখলেম তবু খরচ।

ঠাকু-মা। তা খরচ করবে বৈকি, খরচ লক্ষ্মী। কায়েত জাত খরচ বৈ আর কিছুই জানে না, তা খরচ করবে না?

নদে। আর রেখে দাও তোমার কায়েত, এবার হাড়ি হব, এবার হাড়ি হব, যত দোষ কায়েতের হ'লে!

ঠাকু-মা। তা দাদা তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর। আমি বুড়ো হ'য়েছি। আমি কি সব জানি দাদা, আমি তোমাদের সুখী দেখলেই সুখী। তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি।

নদে। দেখ দেখি কত খরচ হ'য়ে গেল। এরি মধ্যে পাঁচ ছ হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেল। আবার বিনোর জন্যে একটা পিওনো কিনতে হবে, তাতেও প্রায় হাজার বারশ টাকা খরচ, এই দেখনা হাঁড়ি কল্‌সী কিনতেই পঞ্চাশ ষাট টাকা বেরিয়ে গেল।

ঠাকু-মা। [illegible] চাঁদ? যা বল্‌চ দাদা তা সত্যি, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন এত টাকা কড়ি খরচ ছিল না, এত গহনার নাম শুনিনি। বাবার [illegible] জানিনি যে বাগান [illegible] দয়।

নদে। তাই কি ছাই ছেলের মত ছেলে পেলুম। একটা এণ্ট্রেন্স পাশ ছেলে তার আবার এত গুমোর। মেয়েটাকে বড় ক'রে রাখ্লেম তবু খরচ।

ঠাকু-মা। কি ক'র্বে দাদা, একটি মেয়ে, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হ'ক, তোমার গতর্ ভাল থাক্, কত পয়সা উপায় করবে।

নদে। আর শ্রীবৃদ্ধি হবে? আর গতর ভাল থাক্বে। যত টাকা খরচ হচ্ছে, আমার শ্রীবৃদ্ধি না হ'য়ে ভাবনা বৃদ্ধি হচ্ছে আর দেহ ভেঙ্গে যাচ্ছে, এ ছায়ের বিয়ে দিয়ে পা বাড়াতে পার্লে আমার শরীর সুস্থ হয়। মলে বাঁচি।

ঠাকু-মা। ছি দাদা ও কথা কি বল্তে আছে?

নদে। ঠাকুর মা আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আমি বাজারে যাই, তুমি যাও যা যা কত্তে হয় করগে। বড় ক'রে রাখলেম লেখা পড়া শেখালেম তবু পয়সা খরচ।

[নদের চাঁদের প্রস্থান।

(বঙ্কিম বিনোদিনী ও বসন্তলতার প্রবেশ)

বসন্ত। ঠাকুর-ঝি। অমন করোনা একটু শান্ত হও।

ব-বি। কি বল্লে ভাই শান্ত হব! আমার প্রাণ যে অশান্ত হচ্ছে, ভেবে ভেবে যে প্রাণান্ত হল। এখনও আমার প্রাণকান্ত পাওয়া গেল না। আর যে আমার প্রাণে কোন শান্তি মান্‌চে না, ক'নে দেখে গেল বাড়ীতে বসিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে? উঃ! বৌ আমার চেয়ে অভাগিনী কে আছে?

বসন্ত। তা ভাই বিয়ে ত এই রকমই হয়। ভাতার পেলে ঘিলে ভুলে এ এরপর সবই হবে, তার জন্য এত অশান্ত কেন? আর উঃ আঃ ই বা কেন।

ব-ি। দেখ বউ তা কখন হ'তে পারে না। আমার সকল আশা ভস্ম হ'লো। আহা! জগৎসিংহের মত মন্দিরে দেখা হোলো না, অথবা কুন্দের মত আমার বিধবা দশা দেখে, জীবিতেশ্বর প্রাণনাথ নগেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব পত্নী সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ করে, আমার হৃদয়ে ধারণ করবে, আহা! তার কিছুই হলো না রেবেনার মত মরা হ'লো না, আমার প্রণয়ের ট্রাজিডি, কি কমিডি, কি অপেরা, কি ফার্স, কি প্যান্টোমাইম, কি বারলেস্ক কিছুই হ'লো না! বৌরে! বল দেখি আমার কি কিছু প্রণয় হ'ল? প্রণয়ে যুদ্ধ হলো না, বিদ্রোহ হলো না, বিচ্ছেদ হলো না, বিরহ হলে না, যাতনা হলো না, আমার হিষ্টিরিয়া হলো না আমার সহজ বিবাহ হবে।

এ যৌবন ধন দিব উপহার কাহারে।
না দেখেছি যারে বউ আঁধার মন্দিরে রে॥
দেখিব কি মিষ্ট হাসে
শুনিব কি মিষ্ট ভাষে
তবে ত রাখিব তারে হৃদয় মাঝারে রে।
(বৌ) বল কি ক'রে প্রণয় হারে সাজাইব অপরে রে॥

ঠাকু-মা। বউ অ বউ! বিনো কি বল্লে?

বসন্ত। ঝি-মা! ওর এ বিয়ে ভাল লাগ্‌ছে না, তাই বল্‌চে।

ঠাকু-মা। কেন বিনো, বিয়ে ভাল লাগ্‌চে না কেন? বর কত পড়েছে, একটা পাশ করেছে, আমাদের সময় যদি শুনতুম বর মুহুরি গিরি কাজ করে, তা হ'লে যে কত আনন্দ হতো বল্‌তে পারি না।

বসন্ত। ঝি-মা, আজ কাল আর সে রকম নাই। তোমরা সে কেলে মানুষ, বোঝ সোঝ না, আজ কাল সভ্যতা বেশি হয়েছে।

ব-বি। প্রণয়েরি তরে যতন করিয়ে
পড়িনু এতেক নভেল।
বিবাহ সাগরে ঝাঁপ দিনু শেষে গরল সকলি
গরল ভেল॥
ঝি-মা এই কি মোর করমে লিখি ;—
উলটি পালটী আঁখিটী চাহিনু
নভেলি নাগরে কতই খুঁজিনু
লিখি লিখি মম নখর খোয়ানু
শেষে বরজ পড়িয়া গেল॥

(ঝি মা) প্রেম করব অব সুপুরুখ জানি।
সকলি কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥

(ঝি-মা) প্রণয় কি অমনি হয়? যে প্রণয়ে উন্মত্ততা নাই, যে প্রণয়ে আপনাকে ভুলে যাওয়া নাই, যে প্রণয়ে ঈর্ষা নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, আত্মত্যাগ নাই, অসি ধরা নাই, জাহাজ চড়া নাই, সে প্রণয় প্রকৃত প্রণয় নয়, প্রণয় স্বর্গের সুখ চাই।

মিটাব মনের ক্ষুধা, পিয়িব প্রণয় সুধা.
বিভোর হইয়া রব দুটিতে সদাই।
যাইব জগৎ ভুলে, দেখাইব প্রাণ খুলে,
দেখিব স্বর্গের সুখ পাই কি না পাই

ঝি-মা! তোমার অনেক বয়েস হয়েছে তুমি চিতোর দেখেছ মথুরা দেখেছ? কলিকাতা দেখেছ? খিদিরপুর দেখেছ? বহরমপুর দেখেছ? বাগবাজার দেখেছ? উল্টোডিঙ্গি দেখেছ? ঝি মা বল দেখি, এই কি আমার বিবাহ হলো, বল দেখি ঝি মা, আমার পতি পশুপতি? না হেমচন্দ্র?

ঠাকু-মা। চন্দর ফন্দর নয়, ঐ সিংহিদের বাড়ী সম্বন্ধ হয়েছিল বটে, তা সে যে ভেঙ্গে গেল, তারা তোর মত লেখা পড়া ওয়ালা বড় মেয়ে চায় না, তাই তারা দশ হাজার টাকা চেয়েছিল, সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

ব-বি। ঝি মা, তুমি আমার কথা বুঝতে পাচ্ছ না। আমি ও পাড়ার সিংহিদের কথা বলছি না। জগৎসিংহ! প্রণয়ী জগৎ সিং! উঃ জগৎ সিং!

ঠাকু-মা। তা সিংহিদের বাড়ী নাই বা হলো, দত্তবাড়ীর রামদাস তো বেশ ছেলে।

ব-বি। রামদাস?

ঠাকু-মা। হাঁ হাঁ রামদাস।

ব বি। কি পতির নাম রামদাস! ওঃ কি পরিতাপ! ঝি মা আমায় একটু আল্‌গোছে ধর, মুখে একটু জল দাও, বৌ একটু বাতাস কর, একজন সাহিত্য সেবককে ডাক, সে একটু কবিতা পাঠ করুক। সঙ্গীতে আমার প্রাণকে বিভোর করুক, আমি অনেক নাটক পড়েছি, অনেক নভেল পড়েছি, অনেক্ নামের ক্যাটলগ পড়েছি, কিন্তু পতির নাম রামদাস কখন শুনিনি। ঝি মা রামদাসের সঙ্গে শামী, রামী, সৌরভী, গৌরবীর, বে দাওগে। বঙ্কিম বিনোদিনীর বিবাহ

রামদাসের সঙ্গে, বল দেখি ঝি মা,—বল দেখি! রামদাস বঙ্কিম বিনোদিনী বলে যদি কেউ বই লেখে, সে বই ফোটে না কাটে? আর একটী কথা ঝি মা তোমায় আমি বিশেষ অনুরোধ কচ্ছি, তুমি একবার রামদাস মানে অভিধান খুলে দেখ।

বসন্ত। তা ঠাকুর ঝি! নাম যা হক ভাই ইংরিজী পড়েছে, একটা পাশ করেছে, নামটী না মনে ধরে, বে হলে নামটি বদলে দিস ভাই।

ব-বি। আর আমার বাড়ী থাকা উচিত নয়। কাল সকালে চলে যাব। সকালে উঠে দেখ্‌বে যে বঙ্কিম বিনোদিনী আর গৃহে নাই। গৃহত্যাগিনী হয়ে, গিরি গুহায়, প্রান্তরে পাথারে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, উপত্যকায় শ্মশানে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, হোটেলে, রেলে, মস্‌জিদে, মঠে, থিয়েটারে, লেকচারে, দরবারে, কারাগারে, কোথা প্রাণনাথ, কোথা প্রাণনাথ বলে ব্যাকুল হয়ে বেড়াব, প্রাণনাথ কি পাব না। উঃ আহা! ও রামদাসের সঙ্গে বিবাহ ধিক্ আমায়! ঝি মাঃ———

ত্যজিয়া ভবন গহনে যাইব।
সঙ্গিনী সঙ্গীতে সঙ্গীত গাইব॥
এলান বিউনী ধূলায় লোটাব।
কুমারী হৃদয়ে এইত আশ॥

ঠাকু-মা। সে কি লো! কোথা যাবি? রাত পোয়ালে তোর বিয়ে, কেমন বর দেখিস্ দেখিস্, তখন আবার আমাদের ভুলে যাবি।

ব-ঝি। ঝি মা এইত সময়।

ভুলে যাও ভুলে যাও অধিনীরে দুখিনীরে।
বঙ্গের লেখকগণ যদি দেখে থাক মোরে॥
লিখিতে হবেনা আর আমার কাহিনী।
উঃ বলিতে হৃদয় ফাটে রামদাস স্বামী॥

ওঃ মেঘনাদও নয়! বীরবাহুও নয়! অভিমন্যুও নয়। ঝি মা তুমি প্রণয়ের কিছুই বোঝ না, তুমি এবিষয়ে কোন কথা ক'ওনা। তোমার সেকেলের মরা প্রণয় একালে চলে না, এখন প্রণয় সজীব, প্রণয়ের অনেক ইম্প্রুভমেণ্ট হয়েছে।

ঠাকু-মা। প্রণয়ের আবার পূর্ব্ব পশ্চিম কিলো।

ব-ঝি। পূর্ব্ব পশ্চিম নয়, ইম্প্রুভমেণ্ট হয়েছে।

বসন্ত। ঠাকুর ঝি! আমারও ভাই নামটি ভাল লাগ্‌ছে না। কিন্তু ঘটকীর মুখে শুনেছি, বর লেখাপড়া জানে, সেকেলে ধরণের মাগ চায়না, তোমার মত মাগ চায়।

ব-ঝি। আমার মত! আমার মত ওয়াইফ্ (Wife) কিসে হবে, তুমি একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি, আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি, আমার বক্ষস্থলে কি উচ্চ ভাব উত্থিত হয়েছে। রামদাস আমার সঙ্গে সমান হবে? স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন! আমি কারুর কথা শুন্‌বো না, বাবাকে আমি ব'লবো, আমি এখন কুসুমের কাছে যাই, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিগে।

বসন্ত। ঠাকুর ঝি! অত উতলা হওনা।

ব-বি। বউ বল কি? উতলা হবনা! প্রাণের জ্বালায় বিহ্বল হয়ে বেড়াচ্ছি। কুসুম জিবন্যাসিয়মে গেছে সেইখানে যাই।

[বঙ্কিম বিনোদিনীর প্রস্থান

ঠাকু-মা। তখনি ত বলেছিলুম মেয়ে ছেলেকে লেখা পড়া শেখান কিছুই নয়। নদেরচাঁদ তা শুনলে না। কেবল বল্‌তো ঠাকুরমা লেখা পড়া শিখিয়ে বড় করে রাখ্‌লে বের সময় টাকা লাগ্‌বে না। তা এখন কি আর সে কাল আছে; এখন ওজন করে টাকা নেয়, মেয়ের বাপকে পথের ভিখিরি করে। এখন দেখ্‌ছি নদের একুলও গেল, ওকুলও গেল। চল বউ, বের উদ্যোগ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

জিম্‌ন্যাষ্টিক গ্রাউণ্ড।

(জিম্‌ন্যাষ্টিক বেশে প্যাজকলি, স্বর্ণলতা, দাদখানি, পমেটম, কুসুম, বিগ্‌নোনিয়া ও ঝি)

আমরা ছিলাম ডোম জানানা;
বুনতুম চুব্‌ড়ী, খেতুম মুড়ি,
এখন ক্যারি নইলে ভাত উঠেনা।

পান্তা খেতুম থাবা থাবা,
এখন মোরা মিসিবাবা,
নেটিব বল্লে চটে উঠে করি কত কারখানা।
কেউ ডিপ্লোমা-হোল্ড'র,
কেউ পিওনো টিচার,
টাউন হলে বক্তৃতা দি, মাঠে করি আনাগোনা॥
ছিলেম পটলমণি, খুতুমণি,
(এখন) সৌদামিনী, সরোজিনী,
দুলিয়ে বেণী, পশম বুনি, ভাতার মানে জানি না।
ফ্যান্সি ফ্র্যান্সি পোষাক পরে,
রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই ঘুরে,
ছেলে বুড়ো পেলে ধ'রে করি কত উপাসনা।
এ প্রেমে হাড়ী মুচী মুর্দ্দফরাস, ডোম ডোক্‌লার
নাইকো মানা।

সু-লতা। তাঁতিভগ্নি! ডিগবাজী খাও, হেল্‌থ (Health) ভাল থাক্‌বে; তা না হলে কি করে (LaLor) লেবার কর্ব্বে।

ঝি। ডিগবাজী খাবো কি গো ভগ্নীবাবু? আমি যে মেয়ে মানুষ! তোমরা খুনে নাকি?

স-খর্নি। কাপড় মালকোচা করে পর। ট্রাউজার পরে বেল্ট দিয়ে কোমর বাঁধ।

ঝি। কেন, কোমর বাঁধবো কেন? মারামারি করবে নাকি গো?

সু-লতা। ডিগবাজী খেতে হবে, বারে উঠ্‌তে হবে, ট্রাপেজে চড়তে হবে, ডম্বল ভাঁজতে হবে। আরও (Ground play) গ্রাউণ্ড প্লেও করতে হবে।

ঝি। আমি আগে হাটখোলার আড়তে চাকরি করতুম,কৈ সেখানে তো কোমড়ে কাপড় বেঁধে ডিগবাজী খাইনি। আদালতে মোক্তার বাবুতো কখন কোমরে কাপড় বাঁধতে বলেনি। আর ডিগবাজী খেতে বল কি? ও মা, ডিগবাজী খাবো কি গো?

সু-লতা। আচ্ছা, ডিগবাজী না খাস্, বারে ওঠ্।

ঝি। আমি উঠতে পারিনি।

পমে। ট্রাপেজে চড়, আমি কোমর ধরে তুলে দিচ্ছি।

ঝি। আমার কোমর ধর আর হাতই ধর আমি চড়তে পার্ব্বোনা একি গো! কল্‌কেতায় একি গো!

সু-লতা। আচ্ছা, তুই আজ ডম্বল ভাঁজ। উৎসাহ করে কুস্তি কর। আমরা কত শিখিছি।

ঝি। বাছা তোমাদের বাড়ী ভাঁজা ভুঁজি আনা হ'তে হবে না। আমাকে আমার বোনপোর বাসায় রেখে এসো, আমি বাড়ী গিয়ে বাঁচি, যেখানে ডিগবাজী নেই সেইখানে চাকরী করবো। বাবা গো! মা গো! আমি খুনেদের হাতে এসে পড়েছি গো!

পমে। তার জন্যে চিন্তা কি, আমরা আছি কোন ভয় নাই।

ঝি। তোমরা মুখে বেশ বলছ ভয় নাই,আর কাজে বেশ ডিগবাজী খেতে বলছ! মেয়ে মানুষ ডিগবাজী খায় কি গো? তোমরা কি বাঙ্গালীদের মেয়ে নও? আমার আহ্নির হিঁদুর বাড়ী বলে চাকরী দিয়ে গেল। বলে গেল বেশ লোক, বাবা ডিগবাজী খাবো কি গো!

পদ্মে। আমরা লেখা পড়া শিখেছি, (Civilised) সিভ্-লাইজড্ হয়েছি।

সুলতা। (Dear) ডিয়ার ঝি! তুমি পৃথিবীর খবর জাননা তাই ভয় কচ্ছ। ইউরোপ পানে চেয়ে দেখ, আমেরিকা পান চেয়ে দেখ, মার্কিন পানে চেয়ে দেখ, সেখানকার স্ত্রীলোকের পানে চেয়ে দেখ তারা কি কচ্ছে। যে সুসভ্য দেশে স্ত্রীলোকের প্রাদুর্ভাব, সেই সুসভ্য সমাজে পুরুষেরাও নিরীহ। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে অভয়, পেয়েছি। (Gymnastic) জিম্নাষ্টিক বিদ্যা শিক্ষা করেছি। কতক গুলি অপদার্থ পুরুষ আমাদের (Hate) হেট করে, আমাদের (Improvement) ইম্প্রুভ্মেণ্টে তাহাদের চক্ষে জল আসে; আমাদের সেই পূর্ব্ব প্রচলিত ঘোমটা খোলা দেখে আমাদের প্রাণের কথা পুরুষের কাছে প্রাণ খুলে বল্তে দেখ্লে তাদের গায়ে বিষ ঢেলে দেয়।

ঝি। আমায় ছেড়ে দাও রাস্তা দেখিয়ে দাও। আমি কোমর বেঁধে চলে যাই।

দা-খানি। ভগ্নি! ভগ্নি! তাঁতিনি! তুমি কোমর বাঁধবে? ওঃ। তুমি রণাঙ্গনা বেশে, বীরাঙ্গনা বেশে কোটি বন্ধন করে, স্বাধীন ভাবে বক্তৃতা দাও,—ভারত দেখুক, দুর্ব্বল বাঙ্গালী দেখুক, তাঁতি ভগ্নী কত উন্নতি করেছে; কেমন বক্তৃতা দিচ্ছে, কেমন ডিগবাজী খাচ্ছে; কত (Practice) প্রাকটিস্ কচ্ছে।

ঝি। ভগ্নি বাবু! তোমাদের জন্যে কি পরানটা দেবো। আদুরিকে দেখ্তে পেলে হয়, তার মাথায় বিষ ঝাঁটা মারবো।

আমায় খুনের দলে চাকরী দিয়ে গেছে। আদুরী বেটী এক-বার এখানে আসে, তার জিব্ ছিঁড়ে ফেলি।

সু-লতা। সমস্বরে তাঁতি ভগ্নিদাসীকে উৎসাহ দাও। দাসী ভগ্নীর উৎসাহ আছে, দাসী ভগ্নীর অধ্যবসায় আছে, দাসী ভগ্নীর বক্তৃতার জোর আছে। দাসী ভগ্নি। তাঁতি ভগ্নি! তুমি পটলপিসি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ঝি। হ্যাঁগা তোমাদের ভাতারদের কি সরম নেই? এই মাঠের মধ্যে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে! তারা কোথাকার হিঁদু।

পমে। ভগ্নি তাঁতি ঝি! তুমি ভাতারের কথা মুখে এনোনা। আমরা ভাতার জানিনা।

ঝি। আমায় ছেড়ে দেও, আমি হাটখোলার আড়তে চাকরী করিগে।

সু-লতা। ভগ্নি তাঁতি ঝি! আমরা সুস্বরে সঙ্গীত করি, তুমি স্থির হয়ে শ্রবণ কর।

ঝি। বাবা একি গো! হিঁদুর মেয়ে ভাতার জানে না, বারব্রত করেনা একি গো! কেবল জুতো ব'নে, আর মাথায় কাপড়ের পাড় ছেঁড়া বাঁধে? একি গো!

গীত।

সঁজ সেঁজুতি পুন্নি পুকুর পূজবোনাকো আর।
ঘরে বসে বাবা মাকে শেখাব প্রেয়ার।
দিদি করেছেন মানা, পুতুল পূজো করতে পাবে না,
থাকবোনা আর অন্ধকারে, মাকে বলব মাইডিয়ার।

সুইট সুইট সুইট সুরে, গাইব সুইট ছং,
প্রাক্‌টিস করে একসাইজ্‌ হইনাকো বেদম ;
ওলো যোলতে পা দিলে পরে ফেলবো কত চার।
ঝুলিয়ে দিয়ে এলোবেণী,
তুলে আন্‌বো ফটোখানি,
কত লভার হবে আমদানী,
বিয়ের আগে বেছে গুচে নেবোলা ভাতার ;
টেমটি হলে প্রেমটী দিবো, হাট বসাব ভালবাসার।

(এলোথেলো বেশে বঙ্কিম বিনোদিনীর প্রবেশ)

ব-বি। কুসুম! কুসুম! (My dear Ku ! Ku ! Ku !) মাই ডিয়ার কু! কু! কু! (Help me, Help me !) হেল্প্‌ মি, হেল্প্‌ মি! আমায় বুঝি পরাধীনা হতে হলো! আমার (Marriage) ম্যা'রেজ উপস্থিত, ওহো! যার সঙ্গে বিবাহ হবে তাকে বিবাহ করে যে একটী (Heroine) হিরোয়িন্‌ হবো, তার কোন আশাই নাই! (My dear darling sweet sisters) মাইডিয়ার ডার্লিং সুইট সিস্‌টার্স, তোমরা সকলেই বর্ত্তমান, সেই জন্য তোমাদের সকলকেই বিজ্ঞাপন কচ্ছি যে আমার (Father) ফাদার একজন হাকিম হয়ে— একজন (Educated Deputy) এডুকেটড্‌ ডিপুটি হয়েও তিনি আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না। তোমরা সমস্বরে আমাকে সাহস দাও, তোমরা প্রাণপণে আমাকে (Help) হেল্প কর, তা যদি না কর, আমাকে (Suicide) সুইসাইড কর্ত্তে হবে। যার সঙ্গে আমার (Marriage) ম্যারেজ

(Settle) সেটেল্ হয়েছে - সে মোটে (Entrance এণ্ট্রেন্স পাশ! তোমরা বল দেখি, একবার আমার দিকে চেয়ে বল দেখি সেই (Entrance) এণ্ট্রেন্স ওয়ালার সঙ্গে কি আমার প্রণয় ও বিরহ হতে পারে, না হবার কি কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছ? আমাকে একটু জল দাও, আমার পিপাসা পেয়েছে।

কুসুম। বিনো, আমি তোমাকে দাঁড়িয়ে সজোরে জোরের সহিত বলছি, তুমি এ (Marraige এ concent) ম্যারেজে কনসেন্ট দিওনা।

ব-বি। আমি তোমাদের সাক্ষাতে বলছি. প্রয়োজন হয় পিতার সাক্ষাতে বল্‌বো, এমন কি (Town) টাউন হলে (Monster meeting) করে বলবো। (Entrance pass) এণ্ট্রেন্স পাশ ওয়ালাকে বিবাহ করো বল্লে আমার Direct ডাইরেক্ট অপমান হবে! দাদখানি! দাদখানি! প্যাঙ্কজী তোমরা কোথায়,—আমি শূন্য দেখছি।

প্যাঙ্ক। বিনো! বিনো! তুমি রাঁধবে! তুমি বাটনা বাটবে, তুমি পুতুল পূজা কর্ব্বে, তা কখন হতে পারেনা।

ব-বি। পমেটম! আমায় পাবার জন্যে কেউ যুদ্ধ কল্লেনা,— কেউ আত্মহত্যা কল্লেনা—কেউ সেসনে গেলনা—কেউ ইন্‌সলভেণ্ট নিলেনা—কেউ সন্ন্যাসী হলনা—কেউ পাগল হলনা! সোজাসোজি বিবাহ! বিপদ শূন্য বিবাহ! এ বিবাহ বিবাহই নয়,— আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র তৃপ্তি হচ্ছে না, হবেও না। হা ডেস্‌ডিমনা! হা মিরান্ডা! হা ক্লিউপেটরা! হা ভদ্রা! হা সুভদ্রা! হা রুক্মিণী! হা দময়ন্তি! হা লক্ষণা!

তোমরাই ধন্যা, তোমারাই পুণ্যা, তোমরা নিজ নিজ (Husband Select) হজ্ব্যাণ্ড সিলেক্ট করে নিতে পেরেছিলে। তোমাদের সয়ম্বরে কত যুদ্ধ, কত বিদ্রোহ, কত রক্তপাত, উৎপাত, বজ্রাঘাত, নিপাৎ, অভিসম্পাত, উল্কাপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ব্যাঘাত হয়েছিল তা বল্‌তে গেলে আমার (Hysteria) হিষ্টিরিয়া হবার সম্ভব। কিন্তু এ অভাগিনীর বিবাহে কিছুই হল না। একটা এজিটেসনও Agitation'ও হচ্ছে না। আমায় ধিক্! শতধিক্!! সহস্র ধিক্!!!

দাদ-খা। রক্তপাত হবে না! এজিটেশন হবে না! তোমার বিবাহ হবে? ওঃ কি পরিতাপ! কি দুঃখ! কি বিপদ! কি বিপদ!

ব-বি। প্যাজকলী, এ বিপদ থেকে যাতে পরিত্রাণ পাই, তার একটা যা হয় কর। উঃ। আমার এ বিবাহে তরঙ্গ উঠলো না, দুর্ভিক্ষ হল না, রায়'ট হলনা, এমন কি একটা দাঙ্গাও হল না। আমার বিবাহ হবে? মনকে কিসে প্রবোধ দেবো! পমেটম! হয় আমায় জগৎসিংহ দাও, নয় চন্দ্রশেখরকে দাও, নয় প্রতাপকে দাও; আর যদি জীবিত Hero হিরো দাও, তবে হেমচন্দ্রকে দাও,নয় রবীন্দ্রনাথকে দাও, নয় নবীনচন্দ্রকে দাও, নয় অক্ষয়চন্দ্রকে দাও, নয় চন্দ্রনাথকে দাও। কিন্তু ওঃ, আর একজন আছে, মনে পড়েছে, ইন্দ্রনাথ!!!

ঝি। (স্বগত) ছুঁড়ীর প্রণয়ের জোর যে বেজায়। কতজনকে বিয়ে করবে? ব'সে ব'সে রগড় দেখি। এদের কত দূর দৌড় তা আমায় দেখতে হবে। সাপে খেকো রোগীর

মত গাঁজলা ভাংতে আরম্ভ হল, তবু ভাতার পছন্দ হচ্ছে না।

ব বি। হেমচন্দ্র! ওহো খিদিরপুরের হেমচন্দ্র!

"আমার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে"

কই আর তো তোমার প্রাণমাতান-মনওড়ান কবিতা নাই, এখন তোমার কবিতাই বল, আর প্রেমই বল, আর যাই বল, সব High Court হাইকোর্টের Pleader's Library প্লিডার্স লাইব্রেরিতে Present প্রেজেণ্ট করেছ।

ঝি। বেটিরা ধিন্ ধিন্ নাচ্ছে, আর ভাতার ভাতার কচ্ছে।

ব বি। তার পর নবীনচন্দ্র, আমাদের চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র, হা সিরাজ মহিষী! হা রঙ্গমতি! কিন্তু এখন নবীন—আর সে নবীন নাই, প্রবীন হয়েছেন।

ঝি। (স্বগত) বেটিরা বড় হালু চালু আরম্ভ করেছে, আহা তা করবারই কথা। এত বড় হলো, এখনও ভাতার হলো না গা। দেশে হলে বেটিদের মাথা মুড়িয়ে দিতো।

ব-বি। তার পর ইন্দ্রনাথ! ওগো ইন্দ্রনাথ! উঃ ইন্দ্রনাথ! হে ইন্দ্রনাথ! তুমি সুরসিক বটে, যদিচ তোমায় চক্ষে দেখিনি, কিন্তু না দেখলে কি প্রণয় হয় না? বাইরণ Byron যখন তাঁর New stead নামক গ্রন্থে লিখেছেন কে-না দেখে ভাল বাসা জন্মায়,—তখন অবশ্য জন্মায়। বাইরণকে না দেখে একজন তাঁহার জন্য পাগলিনী হয়েছিলেন, বলে- ছিলেন যে—

"I never saw th e, never heard thy voice,—Yet"

ওহো ইন্দ্রনাথ! তুমি ধন্য, কিন্তু কি করবো তুমি বঙ্গবাসী! টিকি! নইলে চলত।

ঝি। এত মশাই মশাই লোকের নাম কল্লে, তবু এদের একজনকেও পছন্দ হলো না, তবে কাকে পছন্দ হয় বল, আমাদের হাটখোলার আড়তে, ভাল ভুঁড়িওয়ালা গদিয়ান আছে ডেকে আনবো?

ব-বি। ঝি! জীবিত না মৃত?

ঝি। জীবনেও না, মরণেও না, তাদের নাম ধনগোবিন্দ, প্রাণগোবিন্দ।

ব-বি। ঝি! তুমি আবার মনের আবেগ বুঝতে পাচ্ছ না, তোমায় আর অধিক কি বলব? কুসুম তোমরা আমার চারিদিকে দাঁড়াও; বোধ হয় আমার ফিট হলো। ফিট হলে ধরো, পড়তে দিওনা, এক গ্লাস জল দাও, বড় পিপাসা।

কুসুম। বেহারা! বেহারা! বেহারা! Boy, Boy, Boy, বয়, বয়, বয়, বরফ পানি, বরফ পানি।

(বেহারার বরফ পানি লইয়া প্রবেশ)

ব-বি। (জল পান করিয়া) যদি তোমরা আমায় জীবিত পতি দাও —তবে যিনি সেক্সপিয়ারের মত নাটক লিখতে পারেন, যিনি স্কটের মত নভেল লিখিতে পারেন, যিনি বাইরণের মত কাব্য লিখিতে পারেন. যিনি গ্লাডষ্টোনের মত বক্তৃতা করিতে পারেন, যিনি নেপোলিয়নের মত বীর হতে পারেন,

—এদিকে যিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সেলের মেম্বর, ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের নেতা, পার্লিয়ামেন্টের সভ্য, রথচাইল্ডের মত ধনী, রেলীর মত মারচেন্ট, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের মত রসিক, মদনের মত সুপুরুষ হবেন তাঁহাকে একদিন পতিত্বে বরণ করিলেও করিতে পারি। তাকে একদিন হিরো বল্লেও বলতে পারি। উঃ কুসুম, আমার ভাগ্যে রামদাস! রামদাস! রামদাস! রা রা—রা, ম—ম—ম (মূর্চ্ছা)

ঝি। ও গো, দিদিমণি মলো নাকি? আহা একটু গঙ্গাজল দিলে হতো। আমায় তোমরা ছেড়ে দাও, আমি মাঠে মরতে পারবো না। আমার হাটখোলায় প্রাণ পড়ে রয়েছে. পালাই বাবা!!!

[ঝির প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

(গোয়ালিনীর গীত)

আমার দুধে নাইক জল।
খেলে আমার খাটি দুধ গায়ে বাড়ে দ্বিগুণ বল॥
দত্ত বাড়ীর কর্ত্তা যিনি,
বলে ওলো ও গয়লানি,
তোরে আমি ভাল চিনি,
না দিলে তোর দুধে চিনি, খেতে চ'খে ঝরে জল

ধেয়ো খদ্দের আমার যত,
আনাচ কানাচ বেড়ায় কত,
গুমোর আমার বাড়ে তত, জানি আমি নানা ছল॥
আমার দুধের এমনি গুণ,
বলকা খেলে ছোটে আগুণ,
যুবায় খেলে হয় সবল, বুড়োর হবে অন্তঃজল।
আমার দুধের এমনি মালাই,
(খেলে) থাকে নাকো' কোন বালাই,
ছানা ননী যদি তোলাই, দিতে পারি রসাতল॥
ক্ষীর দই সর রাবড়ী,
নে যাই আমি বাড়ী বাড়ী,
দাগ করা ঘি নয়ক' আমার যেন খাঁটি গঙ্গাজল।
বেচি নাক' এমন দুধ যে দুধেতে ফেলে কল॥

(একজন তোতলা খোঁড়ার প্রবেশ।)

তোতলা। তোর দুধে অত জল কেন ?

সখী। আ মর মুখপোড়া পেঁচো চোয়ালে, যমের নিমপাতা, রাস্ত অবধি তেড়ে এসেছিস ;—কবে যাবে ?

তোতলা। তোদের বাড়ীতে ?

সখী। যম বাবুর বাড়ীতে—যে তোমার বাপের জামাই হয়।

তোতলা। আমি যে তোর বাপের জামাই, তুই আমার বাড়ী যাবি না ?

সখী। আ মর তেমাথা পথের রুগী, গা মর থুথুতে ভরিয়ে দিলি। আমি জল দি কি—কি দি, তা তো ব্যাটার কি ? আমার

দুধ দই হোক, ঘোল হোক্, টক হোক্, মিষ্টি হোক্, তোর এত মাথা ব্যথা কেন? ব্যাটা আমার দুধ খেয়ে নেয়াল করে দিয়েছে।

তোত্লা। তোর দুধ গুড়পানা মিষ্ট বল্‌ব কি? তুই যে বড় লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছিস?

সখী। ব্যাটা আমার নবাবের নাতি এলেন, হুজুর ধর্ম্ম অবতার ব'লে কথা কইতে হবে।

তোত্লা। দেখ্ সখি! তুই আমার প্রাণসখী, তোকে আমি বুকে রাখি, তোর দুধের সর গায়ে মাখি, তোর মুখের পানে চেয়ে থাকি, তোকে আমি বড় ভালবাসি; তোর দুধের কথা মনে পড়্‌লে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলি।

সখী। ব্যাটার ভালবাসা মনে পড়্‌লো দুধের কেড়ে দেখে, তবু যদি স্পষ্ট ক'রে সকল কথা ফুট্‌তো যাদুর মুখে। আহা! ভালবাসার যে বেজায় ঝাঁজ দেখ্‌চি, আহ্লাদে যে অষ্টবক্র হয়েছে, ব্যাটার পূজোর সঙ্গে খোঁজ নাই কো, কপাল জোড়া ফোঁটা। ভালবাসার জ্বরে জর জর হয়ে জারক-নেবুটী হয়েছে যে, বলি ও ভালবাসার প্রাণনাথ,—জগন্নাথ, রাধানাথ! যাচ্ছো কোথা?

তোত্লা। মন তুমি কৃষিকায্ জাননা—
এমন পতিত জমী রইলো পড়ে আবাদ কর্‌লে
ফল্‌তো সোণা!

বলি সখি! ক্ষীর দই রাব্‌ড়ী তা আমায় দিবি নি, একটু কাঁচা দুধ দে, আমি এইখানেই হাত পেতে এক ঢোক খাই।

সখী। সর ব্যাটা শান্তিপুরের সং—কাজ কি ক'রে অত ঢং, ঢের দেখেছে অমন রং; জানিস্ আমার নাম সখী, সকলে আমায় ভয় করে, দুধ বেচে আমার যৌবনটা গেল, কেউ সাহস ক'রে আমার দুধ মন্দ কতে পারে নি, আমার দুধের খদ্দের কত ?

তোত্‌লা। দে—প্রাণসখী দে, তোর একটু খাঁটি দুধ দে, আমি এই রাস্তাতে খাই। সখি! আমি এখনও মুখ ধুইনি, তবু খাব।

সখী। কাঁচা দুধ তাই একটু রাস্তায় খাবি, বলি ও আমার হরি-বোলা, ভিজে ছোলা, তাঁতীর পোলা তোত্‌লা রতন, কেন আমার কাঁচা দুধে এত যতন। সখীর দুধ কি সহজে মেলে, সে অমনি দেব হাতে ঢেলে।

তোত্‌লা। সখি! তোর পায়ে পড়ি, একটু যেমন তেমন দুধ দে, আমি খাই। নইলে প্রাণ যায়, সখী মাইরি বল্‌ছি, আমি আফিং খেয়েছি, মৌতাতে প্রাণ যায়। এই দেখ, হাই উঠ্‌ছে।

সখী। খা বেটা কাঁচা দুধ খা, হাত পাত।

গীত।

সখী। আর জ্বালাস্‌নে ওরে মুখপোড়া হাবাতে ভ্যাগ্‌রা,
তোর মুখে থুথু দাত উঁচু কাজ কিরে তোর পিরীত করা;
তোত্‌লা।' আমি তোর পিরীতে হয়ে হয়ে প্রাণে হলেম আধমরা।
সখী। আর কাজ কি অত ক'রে রং,
তোত্‌লা। আমি তোর পিরীতে সাজ্‌ব সং
মেখে গ্রীণ রং (আলকাত্‌রা)

সখী। রেখে দে তোর ন্যাকামি মার্‌বো মুড়ো খ্যাঙ্‌রা,

উভয়ে। চল চল চল, চলে চল, করিস্‌নে আর ন্যাক্‌রা।

[গয়লানীর প্রস্থান।

(একদল লোক ঢোলক, মন্দিরা ও বেহালা লইয়া বালক-বালিকা, সমভিব্যাহারে স-সঙ্গীতে প্রবেশ)

গীত।

ছুঁড়ীর হাতে ছেলা চুড়ি, মন মজাবার একখানি।
তাগায়, লাগায় ভেল্‌কি বাজি. নোলক দেখে বাঁচিনি।
কোমরে কাঁক্‌ড়া বিছে, নাকে রসকলি আছে,
কেমন কেমন কেমন ক'রে পরেছে কাপড় খানি।

তোত্‌লা। তোরা আর একবার নাচ গান কর, আমি দেখি!

বঁধু তোমার বুকের বোতাম হয়ে র'ব।
চাদর দিয়ে আদর ক'রে বদন ঝাঁপিব॥
পকেট থেকে রুমাল নিয়ে, অটোডিরোজ মাখাইয়ে,
(বঁধু) সোহাগ ক'রে দাড়ি ধরে মুখ মুছায়ে দেবো।

বালক। তোমার চুরি করবো হাসিটি,
ধীরে ধরবো তোমার নোলকটি,
খোঁপায় পরায়ে ফুলটি,
তোমায় চোকের কোণে রাখ্‌বো।

উভয়। আড়ে আড়ে চাইবে তুমি,
তোমার আমি, আমার তুমি,
আমার প্রাণটি তোমায় দিয়ে,
তোমার প্রাণটী আমি নোবো॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিবাহ-সভা।

(উঠানে সতরঞ্চ পাতা, উপরে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলান, রোসন চৌকীর বাদ্য, বুড়কর্ত্তা ও কতিপয় কন্যা যাত্রী উপস্থিত)

বু-কর্ত্তা। ওহে নাতি, ও শালে, এদিকে আয় না? দুট না'ত-বৌয়ের কথা জিজ্ঞাসা করি। শালা নূতন মাগ পেয়ে কেবল বাড়ীর ভিতর ব'সে আছে,নোলোক না দেখ্‌লে বুঝি প্রাণটা ঝাকড়দা, মাকড়দা করে?

কানাই। ঠাকুরদাদা বুঝি নথ দেখে রথ দেখার ফল পান।

বু-কর্ত্তা। বলি ও সম্বন্ধী মেগের ভাই, তোর ঠানদিদি কি কল্-কেতার হালি মেয়ে, যে কেবল ফেসিয়ান ক'রে বসে থাকে আর ঠাকুর-দেবতার পূজো ছেড়ে, মুখে ছাই মেখে, চক্ষু কপালে তুলে, চুল এলো ক'রে, কাপড়ের পা'ড় মাথায় দিয়ে কেদারায় সং সেজে ব'সে থাক্‌বে। আর আমরা আশে পাশে ঘুর ঘুর ক'রে বিয়ে প্রিয়ে করে বেড়াব?

বলাই। ঠাকুর-দা.! তুমি এ কেলের মেয়েদের উপর অত চটা কেন?

বু-কর্ত্তা। রাম বল, রাম বল, আমি চটিনি ভাই চটিনি, তবে যদি একেলে একটা মাগ পেতুম, তা হলে জন্মটা উদ্ধার হয়ে যেতো। ঐ বুঝি বর আস্‌ছে, কি একটা গোল শোনা যাচ্চে না?

(কতিপয় লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক মশাই। ওরে তামাক দেরে; উঠানে তামাক দে, দালানে তামাক দে।

২য় লোক। ওরে দালানে কেবল বামুনের হুঁকো।

ছোক্‌রা। গুড়ুক দাও বাবা গুড়ুক দাও, আসর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বেহারা। রহো বাবু! গুল ধর্‌তা হ্যায়, সব ভিজা গুল লে-আয়া, হাকিম সাহেব নেরেল দেনে বারণ কিয়া থা। ২৫ চুরট মুলুকে দিয়াথা, বলা হ্যায়—যো বাবু তামাকু মাঙ্গেগা, ওনিকো আধা আধা কাট্‌কে কাট্‌কে দেও। গিন্নি মা আবি পয়সা দিয়া নেরেল মুলকে লে-আয়া। খাড়া রহ বাবু! তব তামাকু মিলেগা, আপকো তামাকু দিয়া তব বি চিল্লাতে হো, তামাকু দেও, তামাকু দেও।

(বটলর ও বটল রনীর প্রবেশ।)

হয়েছে নূতন ফ্যাসান,
চল্‌বে না আর তামাক পান।
থাক্‌বে না ভাঁর খুরি পাতা,
উঠে যাবে দে দই কথা,
করতে হবে ব্রাণ্ডী পান।
টুং টাং চাম্‌চে কাঁটা,
ঠং ঠাং এর হবে ঘটা,
যাবে সব টিকি কাটা হিঁদুয়ানি লবেজান!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কা-চাঁদ। আগে দেনা পাওনা, ওর নাম কি চুকিয়ে নেওয়া ভাল, টাকার হাঙ্গামাটা রাখা কিছু নয়। কি জানি, পরহস্ত ধন,

ওর নাম কি পাছে ফেঁসে যায়। টাকা কড়ি চুকে গেলে ত ওর নাম কি শুভ কার্য্য সুখে সম্পন্ন হবে (স্বগতঃ) (মাছের থলেটা বগল হইতে বাহির করিয়া) ওর নাম কি, তাড়াতাড়ি চলে এলুম, থোলেটা ধুয়ে আনতে ভুলে গেলুম। আঁষ্টে গন্ধে প্রাণটা গেল, যাক, ওর নাম কি পেটে খেলেই পিঠে সয়। যাক তা কি করবো? এখন থোলেটা কোথায় রাখি? নগদ টাকাই নেব আর ওর নাম কি এতে যদি না ধরে, কাচায় বেঁধে নেব। চা'লের দরের মতন ছেলের দর খুব বাড়ছে। ওর নাম কি আকালের সময় যদি ধ'রে রাখতে পাত্তুম তো কিছু হতো। বের নামে রামু যে হেদিয়ে পড়লো। আর এ পরিবারের যে ছেলে হয়, তাতো আমার বোধ হয় না, কারণ, ওর নাম কি এখন নিতান্ত বালিকা। ওঃ! হরি হরি দীনবন্ধু! আর কত দিনই বা বাঁচবো। (প্রকাশ্যে) আর ওর নাম কি বিয়াই মশাই কোথা? তার কাছে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

১ম-লোক। মশাই সে বিষয় তো? তা সব মজুত আছে। হাকিম বাবু উপরে চা খাচ্ছেন, এসেই আপনাকে দেবেন।

কা-চাঁদ। বেয়াই মশাই তো ওর নাম কি খুব মজার লোক, (স্বগত) টাকা না পেলে ওর নাম কি রামুকে উঠতে দিচ্ছি না।

(রামুর হাত ধরিয়া উপবেশন)

এত লোক বাড়ীতে এলো, আর তিনি কিনা উপরে চা খাচ্ছেন? বলি মশাই! ওর নাম কি আপনি একটু বিবেচনা ক'রে বলুন দেখি, তিনি কিনা ওর নাম কি চা, চা, চা, খেতে লাগলেন।

১ম লোক। তিনি কড়া হাকিম, তাঁর কথা ছেড়ে দিন, তার মেয়ে বি, এ, পাশ, তা জানেন। তিনি যে স্বয়ং বে দিতে এসেছেন, সেই যথেষ্ট। হাকিম বাবুর মা যখন ম'রেছিলেন, তখনই তিনি নিজে আস্‌তে পারেন নি; জ্ঞাতিরা মুখে আগুন দিলে, শ্রাদ্ধ কল্লে। তাঁর কি সময় আছে, সাহেবলোক, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি কি সহজে নীচে আস্‌তে পারেন?

কালা। মশাই! ওর নাম কি আপনারা আমায় চেনেন না, আমার নাম কালাচাঁদ দত্ত। তিনি ওর নাম কি কড়া হউন আর মিঠে কড়াই হউন, আর চা চিবুন, আর গাছ-পালাই চিবুন আর যাই করুন, তাতে আমার কি? আমার ছেলে, তাঁর মেয়ে, আমার জোর কত, একবার দেখা করলেই হতো? (স্বগতঃ) না—না বাবা ছেলে বেটা বড় বেয়াড়া, কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মশাই! ওর নাম কি একবার বলুন তো। তার পর ওর নাম কি!

১ম লোক। মশাই! ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা!

কালা। দেখুন মশাই! ওর নাম কি, কি জানেন আমাকে রাগাবেন না। তিনি নবাব টালিগঞ্জ হ'ন আর ডনকিন্‌ সাহেবই হ'ন, আর মক্কার মৌলবীই হ'ন, ওর নাম কি তিনিই আছেন, তাতে আমার কি? (স্বগতঃ) ওর নাম কি পলেটা কোথা গেল?

(কতিপয় প্রতিবাসীর প্রবেশ)

মশাই। ওর নাম কি প্রায় সাড়ে আট্‌টা বাজে।

১ম প্রতি। মশাই! আমাদের ভেটীর টাকা আগে দিন, আর বারো য়ারীর কি দেবেন দিন। আমরা দেরি কর্ত্তে পার্ব্বো না।

কালা। এ যে বাবা ওর নাম কি, কি কথা? ভেটীর টাকা তো আমার দেবার কথা নেই। (স্বগতঃ) মাছের থোলেটা কোথা গেল? মশাই! ওর নাম কি সে সব আমি জানি না। সে সব হাকিম বাবু দেবেন। তিনি উপরে চা খাচ্চেন, ওর নাম কি ঐ উপরে যান।

২য় প্রতি। আমাদের পাড়ার মেয়ে নিয়ে যাবেন, আর ভেটী দেবেন কিনা কর্ত্তের বাবা, আহা তা আর জানিনে। আগে ভেটীর টাকা দিন, তার পর লাইব্রেরীর কি দিবেন দিন। জানেন, মেয়ে আমাদের লাইব্রেরির মেম্বর, নূতন নাটক নভেল আগে ডিপুটী বাবুর মেয়েকে দিতে হয়, তার পর আর কেউ পায়।

কালা। ওর নাম কি ডেপুটী বাবুর মেয়ে মেম সাহেব হ'ন আর যা হ'ন, তাতে আমার আপত্তি নাই। তবে কি জান বাবা আমি ছাপোষা লোক, আমি পেরে উঠ্‌বো না, ওর নাম কি আমি মোট ফুরান করেছি।

১ম প্রতি। আহা হা! তা জানি নি, তা হবে না। কালাচাঁদ বাবু! আমরা একটু রাস্তায় অপেক্ষা কচ্ছি, টাকা পেলেই আমরা আসছি।

কালা। (স্বগতঃ) বলে যাও, কাণ আছে, বেশ শুন্‌ছি, মাছের থলেটা কোথায় গেল? ওর নাম কি টাকা পাব পাব হয়েছে, প্রায় ৯টা বাজে আর দেরি কর্ত্তে পার্‌বো না। (প্রকাশ্যে) একবার ওর নাম কি ডাক না?

১ম লোক। কালাচাঁদ বাবু। আসুন ডিপুটী বাবু ডাক্‌ছেন?

কালা। অ্যাঁ—অ্যা! ওর নাম কি চল চল দুর্গা দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি, সিদ্ধিদাতা গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ, (স্বগতঃ) থোলেটা কোথায় গেল? (বাহির করিয়া) এই যে আছে—এই যে আছে।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

১ম লো। কি হে বর, জুলুর জুলুর চাইছ কি? ডিপুটী বাবুর বাড়ী বাসর, খুব সরগরম, একটা গান টান আঁচ, খুব মজা হবে, দুশো রগড় হবে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। আহা! ওর নাম কি জানেন, ডেপুটী বাবু মহাশয় লোক চাটা থান বটে, কিন্তু দেনা পাওনায় খুব সরল, ওর নাম কি যাবা মাত্রেই সমস্ত টাকা একবরেই রোক্ শোধ। (স্বগতঃ) মাছের থলেটা কাজে লাগ্‌লো না, এইটীই হলো আমার লক্ষ্মী, ওকে ফেলে যেতে পারো না। চেকখানা ট্যাঁকে গুঁজে নি। (প্রকাশ্যে) মশাই! তবে ওর নাম কি লগ্নের সময় হলো, প্রায় সাড়ে নয় টা।

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ।

২য় লোক। মহাশয়েরা যদি অনুমতি করেন, তবে কন্যা পাত্রস্থ করা যাক্।

রামু। আমার একটু আপত্তি আছে। বিনো সংবাদ পাঠালে তবে হবে। তিনি বোধ হয় রঙ্গপুরে আছেন।

কালা। (স্বগতঃ) ব্যাটা আবার ওর নাম কি, কি বিপত্তি ঘটায়

দেখ; আমি তো বাবা স'রে পাড়ি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা! আচ্ছা! রামু বল্‌চে, একটু সবুর কর। আমি তবে একটু বাহিরে দাঁড়াই।—কি বল রামু?

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

(একজন পত্র লইয়া রামুকে প্রদান)

রামু। (পত্র পাঠ করিয়া) এখনি আপনারা বিবাহের যোগাড় কর্ত্তে পারেন।

[বরকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ছাঁদ্‌লাতলা।

গীত।

সকলে। সেমিজ প'রে বিবি সেজে ঘুরতে পারিনে।
বুকে পিটে বডি এঁটে ঘেমে বাঁচিনে॥
গুঁজে বোকে বোনেটেতে,
বরণডালা মাথায় নিতে,
সুরবোলো বল কোন্ লাজেতে বৃথা ট্রবল দিও না।
আল্‌তা ছেড়েছি, বুট পরেছি,
নাটক নভেল শেষ করেছি,
নঃভলি নাগরে আঁচলে বেঁধেছি মোদের এ সব সাজে না॥

ম্যাজে। বলি ও আপেল! তুই যে বরের পানে কেবল একদৃষ্টে চেয়ে আছিস্ প্রাণে প্রাণে মিশে যাবি নাকি?

আপেল। প্রাণে প্রাণে যাকে টানে সেই জানে।
আমাদের ভাই শুধু টানে॥

বর খুব ইন্‌টেলিজ্যাণ্ট, ফেসে লভের সাইন ও বেশ দেখা যাচ্ছে, একটা হিরো হবার লক্ষণ আছে।

ঠান্‌দি। হ্যালা,তোরা হিরু হিরু কর্‌ছিস্ কেন? বরের নাম যে রামু।

আপেল। ঠান্‌দি! তুমি ভারি মূর্খ, ভারি নির্ব্বোধ। দেখ দেখি, একটা সামান্য ইংরাজী ওয়ার্ডের মানে জান না। আমাদের সঙ্গে থেকে কুসুম কলির কটেজে গিয়ে, তোমার কিছু ইম্প্রুভমেণ্ট হ'ল না? তুমি হিরোর মানে জান না, হিরো, হিরো, নায়ক, পুংলিঙ্গ, হিরোয়িন স্ত্রীলিঙ্গ।

ঠান্‌দি। মূর্খ বলেই এত দুঃখ,সেই জন্যেই তো তোমাদের সূক্ষ্ম ভাব-টুকু বুঝ্‌তে পারিনে। শিবলিঙ্গ আছে, তাই ত জানি, আবার পুংলিঙ্গ কিলো? নে তোরা কি ক'রে নিবি নে, আমাদের সেকালের সব তো চল্‌বে না।

প্যাঞ্জকলি। ঠান্‌দি! তুমি একটু ওয়েট কর, আগে হনি সোপ (Honey soap) দিয়ে চন্দনের দাগগুলো বেশ ক'রে ধুয়ে দি, তার পর ঐ লাল (Dirty) ডার্টি (Dress) ড্রসটা (Change) চেঞ্জ ক'রে দেব। একটু সিভিল Civil) ক'রে নিতে হবে। ভাই ম্যাজেণ্ডার! তুই ভাই (Would be) উড্ বি হিরোকে একবার ড্রেসিংরুমে নিয়ে যা, একটু সভ্য ক'রে নিয়ে আয়, আজকাল অতটা চলে না। অতটা দেশী ভাবে কি লভ আসে, না লভের ক্রিয়া হয়? আর দেখ্,শেষে একটু এসেন্স মাখিয়ে আনিস্।

[বরকে লইয়া প্রস্থান।

ঠান্‌দি। বলি ওলো নাত্‌নীরে,এখানে যা হয় এক রকম ক'রে সেরে নে না। বাসরে বেশ ক'রে সাজিয়ে নিস্‌।

প্যাজ। অডি! যা না ভাই (Kindly) কাইণ্ড্‌লি, গোলাপজলের ডিকেণ্টারটা নিয়ে আয় না, আমার মাথা বড় ধরেছে।

অডি। না ভাই, আমি যাব না, জলটল আন্‌তে যদি প'ড়ে যায়, তা হ'লে সেমিজ ভিজে যাবে, জ্যাকেট খারাপ হবে। বাবাই যার সে দিন খাবার খেয়ে আমার কাছে জল চেয়েছিলেন, সেজন্য মা বাবাকে কত বক্‌লেন;—বল্লেন, খাবার খেয়ে তোমার একটু বিলম্ব সয় না, ঝি বাজারে গেছে, আসুক্‌, এসে জল দেবে; অডির বডি যে জল লেগে খারাপ হয়ে যাবে। বাবা চুপ করে রইলেন। মার উপর তো বাবার কথা চলে না।

(বরের প্রবেশ।)

বিগ্‌নো। যা হোক, এতক্ষণে একটা (Decent dress) ডিসেণ্ট ড্রেস হলো।

অডি। পরামাণিক! বাহিরে থেকে চারিজন গ্র্যাজুয়েটকে ডাক, বিনোকে এখানে আন্‌বে।

(চারিজন গ্র্যাজুয়েড কর্ত্তৃক বিনোকে আনয়ন)

আপেল। কিহে, আবার এখন আমাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে কেন?

রামু। আপাততঃ আপনাদের দেখাত একটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

ঠান্‌দি। দেখ ভাই বর! তোমার গলায় এই মুক্তার মালা দিলুম, যত্নে রেখো;—দেখো যেন দাঁতে কেটো না।

রামু। ঠান্‌দি! তুমি আমাকে মুক্তার মালা দিলে, আমার এই সামান্য ফুলের মালা ছড়াটী নাও। ঠান্‌দি! আমি কি এ মুক্তার মালা দাঁতে কাট্‌বো, হৃদ-পিঞ্জরে চাবি দিয়ে রাখ্‌বো।

ঠান্‌দি। বিনো! তোর হিরোর মালা-ছড়াটী পর, দেখ্, দেখ্, নাত-জামাই কেমন রসিক দেখ্, ভাই! আমরা সেকেলে লোক, আর আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, তুমি বিনোকে নিয়ে সুখ-সচ্ছন্দে ঘরকন্না কর, তা হলেই সুখী হব। অডি! নে ভাই নাকু টাকু কি হাতে দিবি দে।

অডি। (বরের প্রতি) বল প্রাণে প্রাণে কিন্‌লুম, প্রণয়েতে বাঁধলুম, সেক্ হ্যাণ্ড কর তিনবার।

সকলে। God bless the happy pair গড ব্লেস দি হ্যাপি পেয়ার।

ঠান্‌দি। হায় হায় কতই বা দেখ্‌বো আর
নারায়ণ, প্রভু রক্ষা কর এই বার।

রামু। (সেক্‌হ্যাণ্ড করণ), (স্বগতঃ) সেক্‌হ্যাণ্ড তো কর্‌লুম, না সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হ'য়ে পড়ে, আর আমাতে তো আমি নেই। ওহো! রামদাসের অদৃষ্টে এ ধন ছিলরে, তা আমি একদিনও ভাবিনে। ধিক্ আমাকে!

ঠান্‌দি। শুভদৃষ্টি করাও, নাপ্তেকে ডাক, তার যা বল্‌তে হয়, বলুক্।

অডি। হিঃ পরামাণিক! হিঃ পরামাণিক!

(হিঃ পরামাণিকের প্রবেশ)

অডি। তোমার যা বল্‌তে হয় বল।

হিঃ পরা। মেয়েরা শুন গো! হাঁ হাঁ ভাল মন্দ মাঝারি লোক ও লোকী থাক, সব স'রে পড়, তা না হ'লে ভাতার আঁটার পর বাড়ী আসবে। গাড়ী ক'রে বেড়াতে নিয়ে যাবে না; রাঁধুনি ছাড়িয়ে দেবে, ঘোমটা দিতে হবে, আঁতুড়-ঘরে ছেলেকে দুধ দেবার জন্য দাই রাখবে না। শ্বশুর শাশুড়ী গুরুলোকের সেবা করতে হবে। ভাতার ঘরজামাই হয়ে থাকবে না। পুরুষেরা শুন গো! মাগ মোহনভোগে মিষ্টি দেবে না, ট্রাম ভাড়া বন্ধ করে দিবে; পানে বেশী ক'রে চুণ দেবে। রাত্রে মশারি খাটাবে না, না ব'লে বাপের বাড়ী যাবে, এসেন্স মাখ্বে না, রং করা কাপড় পরবে না।

ঠানদি। ভাই অডি! বেশ হয়েছে। এখন শুভদৃষ্টি করাও।

দা—খানি। (রামুর প্রতি)

প্রাণে প্রাণে কর প্রাণচুরি।
নয়নে নয়নে হান নয়না ছুরি।

ঠানদি। নাও এইবার উলুধ্বনি দিয়ে সাত পাক ঘোরাও, না হয় তোমাদের যা আছে, তাই কর।

কা-চাঁদ। (নেপথ্যে) ওর নাম কি—এত দেরি হচ্ছে কেন? আমি যে বাড়ী যাবো; শিগ্‌গির সেরে নাও না। বলি রামু! ওর নাম কি—কত দেরিরে? সময় বয়ে যায় যে রে।

দা-খানি। কে ও! ইষ্টুপিটের মত চেঁচাচ্ছে, যেন গাধা ডাকছে, কেবল ওর নাম কি, ওর নাম কি কচ্চে। বেহারা! বেহারা! দেখ্‌ত কোন্ হ্যায়!

রামু। (স্বগতঃ) বেশ মজা হচ্ছিল, আবার সেই টিকিদাস ব্যাটাদের কাছে যেতে হবে। একবারেই বাইরের কাজ

সেরে নিলে হতো, ক-ব্যাটাতে পড়ে ঋজুপাঠ পড়িয়ে না! ছিঁড়ে ফেল্‌বে।

বায়ু। সাত পাক কেন? আমাকে যত পাক পার ঘোরাও, আমি কোন কথা ক'ব না, কেবল বলদের মত ক্রমাগত ঘূরবো।

সকলে। হিপ্ হিপ্ হুররে
হিপ্ হিপ্ হুররে,
হিপ্ হিপ্ হুররে,
চল যাই বাসর-ঘরে॥

(সাত পাক ঘুরাইয়া বিনোকে রামদাসের পার্শ্বে স্থাপন)

সকলে। চল চল আঁখি সখা ঢুলু ঢুলু কেন বল।
চল চল বাসরঘরে যুগল রূপে হবে আলো॥
মলিন হবে চাঁদের আলো,
লাজে আলো হবে কালো,
প্রাণে প্রাণে পড়্‌বে আলো,
দূরে যাবে প্রাণের কালো।
কুঁড়ি ফুল ফুটন্ত করে,
দিলুম তোমার করে ধ'রে,
দেখো যেন যায় না ঝ'রে যুগল দে'খে থাক্‌বে ভাল॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাস্তা।

(কতিপয় লোক নিমন্ত্রণ খাইয়া প্রবেশ।)

১ম লোক। দেখিস্, ঠেকিস্‌নে, ক্ষীরের গেলাসটা চল্‌কে পরবে গয়লা বেটা কি পাজী, এমন পাত্‌লা ক্ষীড়ও কড়ে। গেলাস পুরে নেবার যো নেই। খুড়ি পুড়ে পুড়ে বাড় খুড়ি ক্ষীড় খেয়েছি।

২য় লোক। ক খানা মাছ মেরেছ হে? আমি বোধ হয় দশ বার খানা মেরেছি। বেড়ে পাকা মাছ, পাঁঠা কোথা লাগে বামুন ব্যাটারা বেশ বানিয়েছিল।

১ম লোক। গড়ম মশলাটা কিছু বেশী হয়েছিল, তা না হ'লে বাবা, আমি দেড় ফেড় মাড়্‌তে পাড়্‌তুম। সেড় ভোড় না মাড়্‌তে মাড়্‌তে মুখ মেড়ে দিলে, তা কড়্‌বো কি? বিছড় বেতে মাছ মেড়ে আমার কলড়া হয়েছিল। ভাগ্যি হাতীবাগানের চন্দ্রকলি ডাক্তাড় ছিল, তাই বেঁচে গেলুম বাবা! হৈমবতী চিকিচ্ছেটা বড় সুন্দড়।

২য় লোক। শালাকে নিয়ে ভারি আপদেই পড়া গেল। শালা কেবল র জায়গায় ড় আর ড় যায়গায় র বল্‌বে। আর অত ক্ষীড়ে মাছ মেড়ো না যমের বাড়ী যাবে। তখন হৈমবতী কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। ধূমাবতী লাগাতে হবে। শালা কল্‌কাতায় দশ বচ্ছর রয়েছে, এখনো কথা সোদ্‌রাল না।

৩য় লোক। আলুর দমটা যাচ্ছে তাই আঁকিয়ে ফেলেছিল।

২য় লোক। নিন্দে করোতা বাবা, লুচি বড় খাস্তা হয়েছিল, বলি যাদু! মোটে নেমন্তন্ন হয় না, হাতিবাগান থেকে হেঁটে পাড়ি মেরেছ আর জগে স্থলে দুচোক আন্দাজ আহার করেছ, তার উপর আবার কথা?

(দুইজন মাতালের প্রবেশ।)

গীত।

আমার চাঁদ চাঁদ চাঁদ-বদনী ব্রাণ্ডী পানি —
সোহাগ ক'রে গলা ধ'রে প্রাণ পুরে পান ক'রে —
মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে 'ঙ' হব।
যখন ধর্‌তে আস্‌বে কাঁদে বাড়ী 'ধ'॥
করতে মোদের হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ'॥
হয়ে হ, য, ব, র, ল, তখন পরে আকার দেব।

১ম মা। কাঁদ্‌ছো কেন যাদু?
আর কেঁদো না আর কেঁদো না, কড়াই ভাজা দেবো
এবার যদি কাঁদ্‌বে যাদু, বোতল কেড়ে নেবো।
যাদু কাদু বোতল কি সুধু, নেশাটা যে, ভোর রাত্তিরের গ্যাসের আলো হয়ে আস্‌ছে।

(একজন বরযাত্রী ও একজন কন্যাযাত্রীর প্রবেশ।)

ক-যাত্রী। মশাই! যা অপরাধ হয়েছে, আমাদের হয়েছে, রাগ ক'রে যাবেন না, আলাদা পাতা ক'রে দিচ্ছি।

ব-যাত্রী। পেচ্ছাব করে দি! পেচ্ছাব করে দি! বাড়ীতে কি আ[illegible]

খাবার নেই ? একি যে সে গোঁপ পেয়েছ ? এ কি যে সে বংশ ?

২য়-মা। কেন চাঁদ, এত প্রস্রাব ক'রে কফবক্ষ ভাসাচ্ছ ? বিয়ার খেয়েছ নাকি ? (নিকটে যাইয়া) ওঃ! এ যে আবাগের বংশ দেখ্‌ছি।

ব-যাত্রী। তুমি জান আমি কে ?

২য়-মা। তা আর জানিনে মণি! তুমি যে আমাদের সেই আবাগের বংশ। বলি ও আবাগের বেটা! এক গ্লাস টান, বলি ধনমণি! তোমায় তো আর আমায় চেন্‌বার দরকার নেই। অতটা চটে আস্‌ছ কেন চাঁদ ?

ব যাত্রী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা ? আমার সঙ্গে তামাসা ? আমি কি যে সে বংশ ?

২য় মা। না, না, তোমার সঙ্গে তামাসা কর্‌বো কেন ? বাজারের আলুওয়ালার সঙ্গে, জেটীর মুটের সঙ্গে তামাসা কর্‌বো! মশাই! মাপ করুন, ঘাট হ'য়েছে, "দেহি পদপল্লবমুদারং"।

ক যাত্রী। (স্বগতঃ) বংশ কি আর আছে, সে যে কংশের মত ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বাবা সুবো্‌নীর খোঁয়া হংস কেবল অংশ মাত্র আছে, ভদ্রলোক ডাক্‌ছে, ছুটো পৈতে দিয়ে যাও না বাবা! বাড়ী গিয়ে তো পেটে কিল মেরে শুতে হবে। (প্রকাশ্যে) মশাই! অপরাধ হয়েছে, আমোদ ক'রে তামাসা করেছিল ; মনে কিছু করবেন না, অনুগ্রহ ক'রে আহার ক'রে যান।

২য় । মানমরি! আবাগের বংশ, বদন তোল, মান ত্যাগ কর, গরম গরম বিশেক খানেক লুচি, আর তার সঙ্গে বন্দিবাটীর

চাট দিয়ে বদনে দিলে এক বোতল হুইস্কির কাজ করবে. দেখ চাঁদ! সব রাগও একেবারে শীতলং ভবঃ। অনেক দূর থেকে এসেছ, লুচির সঙ্গে এত বিরহ কেন চাঁদ? লুচি আর বদ্দিবাটীর প্রেম বড় জবর প্রেম বাবা, এ প্রেমে বিরহ হয় না। খালি যুগল মিলন, কোথায় তোমার রাধাকৃষ্ণের প্রেম লাগে।

ব-যাত্রী। আমার সঙ্গে তামাসা? আমার সঙ্গে তামাসা? পেচ্ছাব করে দি! পেচ্ছাব করে দি! দোকান খোলা আছে।

ক-যাত্রী। (স্বগতঃ) এ বাবা বেজায় দস্তু, রাস্তার মাঝখানে পায়ে ধর্‌লুম, আর কি করবো।

১ম মা। বলি, দোকান তো খোলা আছে, ট্যাঁক যে বন্দ, রেস্তু, রেস্তু! চক্‌চকে, চক্‌চকে, সে যে ঢু ঢু, যা শালা পেটে ভিজে গামছা বেঁধে শুয়ে থাকগে যা!

[কন্যাযাত্রীর প্রস্থান

২য় মা। আর এক ব্যাটা আস্‌ছে না?

২য় মা। কৈ! কৈ!

২য় মা। শালা একটা, কাপ্তেন ফাপ্তেন হবে। নিশ্চয় বড়লোকে ছেলে। ভিড়ে যাওয়া যাগ্, খুব খাঁটী চল্‌বে, একটু প্রাইভেট হই এসো।

২ম মা। দুঃ শালা! প্রাইভেট হব কেন? পাব্‌লিক হব।

(ছোঁড়া মাতালের প্রবেশ)

গীত।

ছোঁ-মা। শতবার সাধ্‌তে পারি, যদি রে প্রাণ রাখ রে মান,

(মাইরি বল্‌ছি)

নহে যেন চাষার হাতে শালগেরামের অপমান।

(শালি ভারি অপমান করেছে)

আদার বেপারী তুমি, চেন না উর্ব্বরা ভূমি,

(যাকে ইচ্ছে নিয়ে সুখী হও ভূতি)

কিসে ফলে খাঁটী সোণা, কিসে ফলে পাকা ধান।

ফেলে দামি কহিনুরে, মজেছ প্রাণ বোতলচুরে,

(কেটে মরবে বাবা)

কেলে দিয়ে মতিচুরে, (রাখ) চিনি-ভরা মণ্ডারি মান।

(ফের আমায় ডাক্‌তে হবে ভূতি)

১ম-মা। লাট যে? কার জন্য অত আনচান করছ চাঁদ? কে তোমার পিরীতে এত দম দিয়েছে?

ছোঁ মা। নেভার মাইণ্ড "শতবার সাধ্‌তে পারি"।

১ম-মা। ননি! এস মণি! চাঁদমণি! ভেলারে মোর বাপধন, এখন কোন্ আড্ডায়?

Remote from a city lived a swain,

Unvexed with any care of gain;

ছোঁ-মা। (Oh) ওহো! দূর হ বিরহ, নেভার মাইণ্ড।

"শতবার সাধ্‌তে পারি"

১ম মা। কোন্ বিবিজান তোমায় কাঁদিয়েছে লাট?

ছোঁ মা। বিবিজান? সে আমায় লবেজান করেছে বাবা। আমার জানের জান বিবিজানের জন্যে আমার প্রাণ আনচান কচ্ছে। মাইণ্ড অম্লজান হয়ে ব্যোমযানে উঠেছে, এখন প্যারাচুট ডিসেন্ট হলে বাঁচি! মাই ফ্রেণ্ড! মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড!! মাই বুজম ফ্রেণ্ড!!!

"শতবার সাধ্‌তে পারি"

২য় মা। এ লেডী সুপায়ে কেন চাঁদ?

ছোঁ-মা। ভয়ে ভুল ক্রমে ক্রমে।

১ম-মা। তবে উপায় এখন কি করবে চাঁদ?

ছোঁ মা। উপায়—ধাপায়।

"শতবার সাধ্‌তে পারি"

১ম-মা। ননি! বেড়ে ন্যাসন্যাল ড্রেস হয়েছে চাঁদ।

ছোঁ-মা। কি বল্লে ন্যাসান্যাল, ন্যাসান্যাল ড্রেস, তা বাবা ন্যাসান্যালে ন্যাসান্যালে উচ্ছন্ন। ন্যাসান্যাল থিয়েটার, ন্যাসান্যাল সার্কাস, ন্যাসান্যাল পেপার, ন্যাসান্যাল ম্যাগাজিন, ন্যাসান্যাল ফণ্ড, ন্যাসান্যাল ব্রাণ্ডী, ন্যাসান্যাল এক্‌জিবিসন, শেষকালে বাবা ন্যাসান্যাল কংগ্রেস চল্‌ছে। ভূতিও আমার ন্যাসান্যাল, লণ্ডন মেকার নয়?

"ভূতি শতবার সাধতে পারি"

১ম মা। ননী মণিমালা, কোন্ ফণী তোমায় দংশন করেছে চাঁদ, এমন করে কেন ফিরচ লাট?

ছোঁ মা। উঃ ভূতি! ভূতি যে ঝাঁটা ঝেড়েছে, আমার প্রপিতামাহের ছেলে অবধি কেঁপে উঠেছে।

'শতবার সাধ্‌তে পারি'

২য় মা। ভূতি তোমার কে বাবা!

"শতবার সাধ্‌তে পারি"

২য়-মা। লাট ননি! কেন বাবা এমন উৎকট প্রেম করেছিলে? এখন ওসমানের জ্বালায় যে কেবল অপমান হচ্ছো।

ছোঁ-মা। উঃ! ওসমান!—সে শালা বেইমান (Old ful) ওল্ডফুল হনুমান ভূতি! ভূতি! তুমি আমার বেল ফুল, জুঁই ফুল,

বকুল ফুল, বিউটী ফুল, (I am the greatestful) আই এম দি গ্রেটেষ্ট ফুল।

"শতবার সাধ্‌তে পারি'

১ম-মা। আরে শালা দেখ না এক শালা মাতোয়ালা পাক্‌ড়া হুয়া, আর ছুবেটা কাঁদে বাড়ি খ এ্যতে "দ" কর্ক্কে কর্ক্কে আন্‌চে।

ছোঁ-মা। ভূতি, ক খ পড়্‌ছ কেন; সিদ্ধি পড়না বাপী। সিদ্ধির নেশা বড় জবর, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল দেখা যায়। শুলেই স্থইচ্‌ ব্যাক্‌ রেলওয়ে।

(একজন পাঁড়েজীর প্রবেশ)

ছোঁ মা। দরোয়ানের টিকি ধরিয়া) ভূতি—বাপী! তুমি চাইনিজ লেডী সেজেছ। (Never mind নেভার মাইণ্ড, (Allright) অল রাইট থ্রি চেয়ারস্‌ ফর চাইনিজ ভূতি! ভূতি! ছলনা করো না, বিরহ নেনা।

"শতবার সাধ্‌তে পারি"

পাঁড়েজী। এ বাবু! হামি ভূত নেই; রামচন্দ্রজীকা বংশ, হামার নাম হনুমান।

ছোঁ-মা। বাপী ভূতি! তুমি চিনে ভূতি নও, তবে এ বেশ কেন বাপী? তবে কি তুমি ভোজপুরে ভূতি? মাই ডিয়ার ডার্লিং, তুমি আমার ভূতি নও, ওঃ! আমার যে প্রাণ যায়!

O h, to be o r not to be that is the q estion.

১ম মা। কাল সকালে সকালে আস্‌বে?

ছোঁ-মা। Early to bed, Early to rise

Makes a man welthy and a y wise.

১ম-মা। ননে! হুজুরে সারজন সাহেব আস্‌ছে; পালাই আয়।

ছোঁ মা। বাবা! সাহেবের জ্বালায় অস্থির। রাজ্যে লাট সাহেব, আফিসে বড় সাহেব, পুলিসে পাহারাওলা সাহেব, ছোট আদালতে বেলিফ সাহেব, মিউনিসিপ্যালিটীর পেয়াদা সাহেব, জেলের দারোগা সাহেব, দরজীর দোকানে মিস্ত্রী সাহেব, সব সাহেবকে পার আছে, কিন্তু বাবা বিলেত ফেরত বাঙ্গালী সাহেব, দেশী মেমসাহেব, আর বড় মানুষের মোসাহেব, এই তেরস্পর্শ সাহেবদের জ্বালায় অস্থির। ভূতি! ভূতি!

"শতবার সাধ্‌তে পারি"

[সকলের প্রস্থান।

(ফুলওয়ালী ও ফলওয়ালার প্রবেশ)

গীত।

ফু-ওয়ালী। কে নিবি আয় ফুলের পাখা, জুঁইয়ের গোড়ে
বিকিয়ে গেলে আর পাবিনে।
বোঁটা কাটা বেলের মালা, গাঁথাত খোঁটো রাখিনে।
গোলাপে বিলাপ যাবে, গন্ধরাজে মন মজিবে,
দেখ্‌লে এ রজনীগন্ধ অন্য পানে আর চাবিনে॥

ফ-ওলা। আমি এনেছি বজরা পোড়া ফলের সেরা
আম আনারস সরস পেয়ারা
সোণার বরণ কমলা লেবু,
খেলে যার যে আপন হবে কাবু,
ও তোর শাই.ব না কেউ ফু ... পানে।

উভয়ে। যাচাই করে কিন্‌বে সবাই,
দেখি ফুল কেনে কি ফল কেনে॥

ফু-ওয়ালী। আমার কুঁড়ি ফোটা আদফুটন্ত আছে কত ফুল
বল্‌তে গেলে রাত ফুরুবে গুন্‌তে হবে ভুল।

ফ ওলা। কচি কাঁচা ডাঁসা পাকা আছে কত ফল
তোরে বল্‌বো কত বল, তোরে বল্‌বো কত বল।

উভয়ে। চল প্রেমের বাজারে প্রেমিকেরে বেচ্‌বো দুজনে
অপ্রেমিকে থাক্‌বে চেয়ে প্রেমিক পাবে বিনা পণে,
বিবাদে সুবাদ যাবে মিছিমিছি বিবাদ কেনে॥

প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বাসর-হল।

(প্যাঙ্কলি, সুসনীলতা, দাদখানি, ঠানদি, রামু, অড়ি, ম্যাজেণ্ডার।)

ম্যাজে। আপনি বিলাত যান, তা হ'লে আপনি সোসাইটীর অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারবেন।

রামু। হিন্দুর কুসংস্কার দূর করিবার জন্য (Dear) বি.নাকে লইয়া আমি বিলাত যাব। দুষ্ট কুসংস্কারই আমাদের দেশকে নষ্ট করিতেছে, পেণ্টুলেনের পরিবর্ত্তে বস্ত্র পরাইতেছে, মটনের পরিবর্ত্তে মোচার ঘন্ট খাওয়াইতেছে, আর বিদ্যার্থে বিলাত যাওয়ার পথে বিষম বাধা স্থাপন করিতেছে।

ব-বি। (স্বগতঃ) যখন আমায় বিলেত নিয়ে যাবার ইচ্ছে, তখন একজন হিরো হতে পারবে।

দা-খানি। আপনি কত দূর ট্রাভেল করেছেন ?

রামু। পশ্চিম বালী, দক্ষিণ জুলুজিকেল গার্ডেন, পূর্ব্ব ঘুঘুডাঙ্গা, উত্তর সাতপুকুরের বাগান। নৌকায় একবার মাহেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলুম,উলুবেড়ে যাবার কথাও একবার হয়েছিল।

সু-লতা। দেখুন, আপনাকে আমাদের মতে থাক্‌তে হবে, তা হ'লে আপানার আরো উন্নতি হবে।

রামু। সার্টেনলি সো, আপনারা আমাকে যা বল্‌বেন, আমি বিনা ওজরে উইদাউট এনি কন্‌সিডারেসন্ তা করবো।

আপেল। আপনি আমাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ করতে পারবেন ?

রামু। বলেন ত আমি ২৪ ঘণ্টা আপনাদের কাছে থাকতে পারি, আপনাদের হজব্যাণ্ড বিরক্ত হবেন না ?

দা-খানি। সে রকম হজব্যাণ্ড আমরা লাইক করি না, আর সে রকম হজব্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা মিক্সও করি না। হজব্যাণ্ড অবাধ্য হবে ?—হজব্যাণ্ড ফারনিচারের মত থাক্‌বে ; যেখানে সাজিয়ে রাখ্‌বো, সেই খানেই থাক্‌বে।

রামু। দেখুন, আপনারা আমাকে যে রকম ডোমেস্‌টিক ও ডোসা-ইল ক'রে নিতে পারেন, নিন। আমার সম্পূর্ণ ভার আপনা-দের উপর রহিল।

ম্যাজে। বিনো বেশ সাইনিং আছে, তার জন্যে এক ডুপ ভাব্‌তে হবে না।

রামু। শ্বশুরমশাই, বিদ্বান হউন, আর যাই হউন, এখানে একটু কম বুদ্ধি দেখ্‌ছি, তিনি বোধ হয় প্রেমিক নন, আইনে বড়

একটা প্রেম পাওয়া যায় না। তবে উকী... থাকলে প্রেম হয়, সে প্রেমে কোকিল ডাকে না, ফুলও ফোটে না; তবে ঘুঘু ডাকে, সরষে ফুল ফোটে। এই বাসর, এই রূপের আলো, আর শ্বশুরমশাই ঝাড়ের আলো জেলেছেন এতো সজীব জল-জ্যান্ত যুঁই, জেসমিন্, গোলাপ, গেন্ডিফ্লোরা ফুল ফুটে রয়েছে। এর উপর আবার কৃত্রিম ফুলের মালা? বাতী! তুই নিবে যা, ফুলের মালা! তুই ছিঁড়ে যা। আপনারা আলো করুন, সৌরভ বিলান, আমি তার মাঝে থাকি।

ন বি। (স্বগতঃ) নভেলী ধরণটা আছে দেখ্‌ছি, নভেলী আইডিয়াও কতকটা আছে। তবে একটু পিউরিফাই ক'রে দিতে হবে, প্রেমও কতকটা আছে; তবে কি না—পাড়াগেঁয়ে গন্ধ আছে; সেটী রিফাইনে ঠিক হবে।

দা-থানি। আপনার বোধ হয় সঙ্গীতশিক্ষা আছে? যদি না থাকে, অবসরমত আমাদের কাছে এসে প্রাক্‌টীস্ করতে পারেন।

রামু। আপনারা অনুমতি কল্লেই আমার সর্ব্বদাই অবসর। আর গান যদি কথাতে চান, অনেক পারি, নিজেও অনেক রচনা করিতেছি। তবে গাওয়াতত অভ্যাস নাই। আর সঙ্গীত কামিনীকণ্ঠেই শোভা পায়। আপনারা আগে একটা গান। (বিনোর প্রতি সেক্‌হাণ্ড করিয়া) বৌমা আমার (Nature call) নেচার কল করেছে আমি আসি, আপনারা ততক্ষণ গান মনে করুন্।

ঠা-দি। হ্যাঁ হে নাত্‌জামাই! তুমি এর ভিতর বৌমা পেলে কোথা?

রামু। কেন ঠানদি? ভাল ফ্যা··· ···ইক মানে ত বৌমা?

সকলে। yes, y s, ···

দা-খানি। রাগ দাদা ··· মত বুঝতে পা··· ইও কিছু বুঝলুম না। দাদা! তোমাদের সম্পর্ক তোমাদের থাক, এখন একটা গান গাও শুনি।

সু-লতা। ভাই প্যাজকলি! তুই একটা আগে গা তো।

প্যাজ। ভাই দাদখানি! তুমি গাও।

দা-খানি। ভেরি গুড, এখন তোমার গান থাক্। তুমি কাল রাম বাবুর নামে একটা কবিতা বেঁধে ছাপিয়ে দিও, আমি একটা গান গাই।

গীত।

তোমায় একবার দেখে যাব এখনি।
তুমি দেখ বা না দেখ ভাল,
আমি দেখবো তোমার বদনখানি।
মনে করি আর আসবো না
এ মুখ আর দেখাব না
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।
প্রাণে তো দিব না ব্যথা
তুলিব না কোন কথা
চখের দেখা দেখবো তোমায় দুঃখে সুখে অনুমানি॥

(ঠানদির প্রবেশ)

ঠান্‌দি। আহা বেশ, বেশ গান টান হচ্ছে, ভাই রামু! তুমি হরির কৃপায় হিরু হলে, আমি হরিরলুট দেবো।

রামু। (স্বগতঃ) আহা! মরি! মরি! আমি কোথায়, (প্রকাশ্যে) আপনি একটি গান।

ঠান্‌দি। দাদা! আর আমায় নিয়ে কেন? ঐ মাষ্টারণী নাতনীরা আছে, গাইতে বল না? (স্বগতঃ) আহা! জল-জ্যান্ত ভাতার-গুলো থাক্‌তে মাথায় সিঁদুর দেবে না গা? হাতে তো নোয়া পরেই না। হায় রে সেকাল!—একালে হলো কি? দীন-বন্ধু! তোমার ইচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ওলো ফিরিঙ্গী নাতনীরা! তোদের হিরোকে একটা গানটান শোনা না? এদিকে ত খুব হরমণি খুলে গাস।

দ:-খানি। ঠানদি! আমাদের অনুরোধ, আপনি একটা প্রেম-সঙ্গীত গান। কি জানেন?—প্রেমিকের খোরাক হলো সঙ্গীত ও কবিতা।

ঠান্‌দি। খোরাকই হোক, আর পোষাকই হোক, গান গাইতে জানি না। তবে বাসর টাসর হলে দু একটা গেয়েছি বটে। আচ্ছা, গাচ্ছি।

গীত।

এখন মিশি দাঁতে শাঁকা হাতে প্রণয় চলে না।
কস্তা-পেড়ে শাড়ীতে আর ভাতার ভোলে না।

সিঁতের সিঁদুর দিলে পরে
ডাক্তার বাবু রেগে মরে
পাছে মাথায় টাক ধরে, তাইতে সিঁদুর পরে না।
হেঁসেল-শালে রাঁধতে গেলে
প্রণয় যাবে চুলোয় জ্বলে
কুট্‌নো কোটা বাট্‌না বাটা পিরিতেতে সবে না॥

দা-খানি। সিঃ খান্‌সামা, সিঃ খান্‌সামা!

(সিঃ খান্‌সামার প্রবেশ।)

সি-খান। মিশি বাবা, মিশি বাবা হাজির।
দা-খানি। সোডা আইস জল্‌দি বোলাও! তার পর পাঙ্খা খিচো।
সি-খান। যো হুকুম মেমসাহেব।

[প্রস্থান।

ঠান্‌দি। অত খেঁচুনি আবার কেন, সাদা কথায় যা হয় বল্ না? তোরা সকলে মিলে একটা গান টান গা, আমি শুনি।
দা-খানি। Thank you থ্যাঙ্ক ইউ ঠান্‌দি।
ঠান্‌দি। ঠ্যাং কিলো—ঠ্যাং কি?
দা-খানি। ঠ্যাং নয় ঠান্‌দি!—থ্যাঙ্ক, তোমাকে ধন্যবাদ দিলুম।
ঠান্‌দি। না ভাই, ধন্যবাদ অপবাদ, যা কিছু বাদবিসম্বাদ আছে, তা ভাই আমার কাজ সেই, তোমাদেরি থাকুক।
রামু। আপনারা আরম্ভ করুন, পারি তো আমিও আপনাদের সঙ্গে গাইব।

দা-খানি। (That's like a good boy) ড্যাটস লাইক এ গুড বয়। আপনারা একটু ওয়েট করুন, সোডাটা খেয়ে নি।

(সিঃ খান্‌সামার সোডা লইয়া প্রবেশ।)

দা খানি। (সোডা খাওন।)

গীত।

সকলে। টেরচা আঁখি বাণ কেন হান্‌চো বারে বার।
তোমার কাঁটালপাড়ার চাউনিতে ভাই হচ্চে বড় ফিয়ার।

রামু। টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল লিটিল ষ্টার

দা-খানি। আমরা তারা নই হে নয়নতারা ওহে মাই ডিয়ার।

রামু। হাউ আই ওয়াণ্ডার হোয়াট্‌ ইউ আর,

ঠান্‌দি। ওকি বলে লো হিড়ির বিড়ির বুঝ্‌তে নারি,
ওলো ম্যাজেণ্ডার।

রামু। ঠান্‌দি! তোমার পুরোণেতে কলিফেরা অতি চমৎকার।

সকলে। সেজেছি বাবু সাজে দেখ মোদের কি বাহার।

স্ব-লতা। আপনি গাইতে জানেন। তবে তো আপনি একজন মিউজিকেল হিরো।

রামু। ঐ যাঃ——

নেপথ্যে। তিনটে বেজে গেল, তোরা জামাই বাবুকে ঘুমুতে দে।

রামু। আপনারা যাবেন না, আপনাদের নিয়ে আমি একটা ক্লব করব।

[রামু ও বিনো ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

রামু। বিনো! বঙ্কিম বিনো! ডিয়ার বিনো, সুইট বিনো, লভলি বিনো! তুমি কাঁপ্‌ছো কেন? তোমাকে ফরলাইফ্‌ আমার কাছে থাক্‌তে হবে, তবে কেন কাঁপ?—কথা কও। তোমার জন্যে আমি সব কত্তে পারি, কথা কও। এমন সোনার ফুল তুলুম, কেন কাঁপ?

ব-বি। আমাকে আজ আর Truble ট্রবল দিও না। আমার শোবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মাথাটা ধরেছে, একটু একটু ঘাম হচ্ছে, একটু একটু পিপাসাও পাচ্ছে।

রামু। বিনো! আজ আমি কোন কথা শুন্‌বো না, আজ আমাকে মাপ কর, আমার কথা আজ তোমাকে শুন্‌তে হবে। আর কোন দিন তোমাকে বিরক্ত কর্‌বো না, তোমার যা ইচ্ছে হয় ক'র। আজ আমার প্রথম প্রণয়, প্রথম প্রণয়ে বাধা দিও না, যার সঙ্গে চিরদিন ঘর কর্‌তে হবে, তার সঙ্গে কথা কইবে না? কাঁপ্‌লে কেন? এ ফুলটী যে আমি হৃদয়ে রাখ্‌বো।

ব-বি। ফুল বুকে থাকে, গলায় দোলে, সৌরভ বিলায়, তা ব'লে কি তোল্‌বার সময় কাঁপে না? তুমি কি কখনও ফুল তোল নি?

রামু। না না, কখন তুলি নি, এই প্রথম, এই শেষ। বঙ্কিম বিনো! বঙ্কিম বিনো! এমন কবিতা-মাখা কথা আর কারো মুখে শুনি নি। বল, একবার বল, আর একবার বল, বল, বল, বল, তুমি আমার হবে?

ব-বি। না—না—নাথ! আর কার?

রামু। প্রি—প্রি—প্রি—প্রিয়ে!

ব-বি। ডিয়ার—ডিয়ার—মাই ডিয়ার!

গীত।

মাই ডিয়ার কলেজ যাওয়া হবেনাকো আর।
আঁচল ধরে সাথে সাথে থাক্‌বে হে আমার॥
তোমার যে কলেজ আছে,
পড় যদি আমার কাছে, (ও প্রাণনাথ)
(তুমি) এফে এ হবে ফার্ষ্ট এবার॥
আমার কাছে গোপনে,
ষ্টডি কর্‌বে যতনে,
লারনিংএ শাইন ক'রে, চালাবো নিউজ পেপার
হিরো হিরোয়িন হয়ে হব প্রেমের পাইওনিয়ার

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিনোর রুম।

(রামদাস আসীন)

রাম। দেশ! স্বদেশ! ভারত! মাতৃভূমি! কংগ্রেস!! এ সবের কিছুই করতে পাল্লেম না। উঃ! পরমেশ্বরের মত অবিবেচক এ পৃথিবীতে আর দেখিনে। দেখ দেখি, বাবার কি আক্কেল! বের টাকাগুলোতে দেনা সুধে আস্তে আস্তে কাশী চম্পট দিলেন। কেন বাবু, পরিশ্রম ক'রে তো আর খেতে হচ্ছিল না? আচ্ছা, গেলি গেলি, আমায় কিছু টাকা দিয়ে গেলেই ত আমি প্রণয়কাতরা বঙ্কিম বিনোকে নিয়ে সুখে থাকতে পারতুম।

(বঙ্কিম বিনোর প্রবেশ)

ব-বি। নাথ! আজ তোমার মুখ এত মলিন দেখছি কেন?

রামু। এঁ্যা! না—নয়, কিছু নয়।

ন-বি। প্রাণেশ্বর! আমায় বল্‌বে না? যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে, আমায় বল। একটা বিপদের কথা আমায় শোনাও, তা না হ'লে তুমি আমার এ প্রাণের প্রণয় কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

রামু। না না, সেই পুরাতন কথা, আর কি। অন্নচিন্তা, চাক্‌রী গেল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে কিছুই হলো না। একটা ব্যবসা ট্যাবসা যে কর্‌বো, তাও আগে টাকা চাই; নগদ একটা পয়সা হাতে নাই। যা তোমার গায়ের গহনা, তা আমি প্রাণ থাক্‌তে নিতে পার্‌বো না। যদিও তুমি পর না, তবুও আমি প্রাণ থাক্‌তে ছুঁতে পার্‌বো না।

ন-বি। না না, প্রাণনাথ! তা পার্‌বে না, প্রাণ গেলেও তা পার্‌বে না। তোমার জন্যে আমি নিশ্বেস ফেল্‌তে পারি, কাঁদ্‌তে পারি, চাঁদের হাসি চুরি করতে পারি, এলোচুলে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে পারি, একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তে পারি; এমন কি, যদি তুমি বল, হিষ্টিরিয়া করতে পারি। কিন্তু প্রাণনাথ! তুমি নিশ্চয় জেনো, যে সকল কাজে সাধ আছে—কিন্তু অলঙ্কার না পরিলে অনেক কাজে সাধ মেটে না। নাথ! অনেক হিরোয়িন সাজ্‌তে অলঙ্কার পর্‌তে হয়, নদীতে ফেল্‌তে, অলঙ্কার না থাক্‌লে প্রণয় শুকিয়ে যায়, আশা মেটে না, সাধ পূর্ণ হয় না।

রামু। মাই ডিয়ার বিনো! তুমি সে চিন্তা করো না, আমি যদি অন্নাভাবে মরি, তবু তোমার অঙ্গের আভরণ ছোঁব না, ছোঁব না।

ন-বি। প্রিয়তম! এই ত প্রাণনাথের মত কথা। হা হৃদয়েশ্বর!

যদি তুমি চণ্ড হ'তে, তা হ'লে আজ অসি-হস্তে চিতোর জয় ক'রে আমাকে বড়ি কিনে দিতে। নাথ! সেই চৌদ্দর জ্যাকেট কি আর এখন যোলয় চলে। প্রাণেশ! আমার বড় গ্রীষ্ম হচ্চে, ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হচ্চে। আমি একটু পাউডার নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

রামু। আহা! এ প্রিয়াকে সুখে রাখ্‌তে পার্‌লেম না। আজ একমাস হলো, প্রেয়সীর ম্যাকেসার ফুরিয়েছে। ল্যাবেণ্ডার অভাবে রোজ রোজ মাথা ধরে, ঠোঁটে ব্লুম দিতে পারে না ব'লে সদাই ম্লানমুখী। বঙ্কিম বিনোদিনী রে! তোর মত দুঃখিনী আর কে আছে? আহা! রক্ত-মাংসে কেন তুই জন্মেছিলি? তুই কল্পনার প্রতিমা, কল্পনায় থাক্‌তিস্‌। তুই একজন, হা হতোস্মি! তুই একজন, হা দীর্ঘোস্মি! তুই একজন সুকুমার সুষমা, তুই একজন জ্যোছনাবরণা। সেই মুখখানি, তুমি কি আমার সেই, সেই, ইস্‌—চোখ বুজে আস্‌ছে। (নিদ্রা)

(বঙ্কিম বিনোদিনীর প্রবেশ)

ব-বি। পাউডার তো মুখে দিয়ে এলুম। একটু ব্লুম অব্‌ রোজ নাই যে গালে দি।

(রামুর ধড়পড়িয়ে উঠন)

রামু। প্রিয়ে—প্রিয়ে! আর ভয় নাই।—সংবাদপত্র, সংবাদপত্র, খবরের কাগজ, প্যাটেণ্ট মেডিসিন্‌, দেখি, আমার কাগজ বেরুলে কোন্‌ কাগজ ট্যাকে। বঙ্গবাসী! সময়! হড়-

বাদী! সঞ্জীবনী! সব উঠে যাবে। টাইমস্, পাইওনিয়র, ইংলিশম্যান, ষ্টেটসম্যান, মিরার, বেঙ্গলী, পেট্রিয়ট, আমার কাগজ থেকে কোট করবে। বাঙলার হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্র লালা, নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, যা না করতে পেরেছেন, আমি তা করব। লাটসাহেব আমার লেখায় ভয় পাবে, পার্লেমেণ্ট আমার লেখায় কাঁপবে। গ্লাডষ্টোন, সলস্‌বেরি, বিসমার্ক আমার লেখার জোরে হাবু-ডুবু খাবে। লেভিতে নিমন্ত্রণ না হ'লে লাটসাহেবের নামে ডিফা'মে'সন স্যুট আনবে'।

ব-বি। এক্সেলেণ্ট! (Excellent) ক্যাপিটাল! (Capital) ও হয়েছে, হয়েছে, প্রাণেশ্বর পশুপতি হয়েছে, বঙ্গসিংহাসনচ্যুত না হ'লে কি এমন ফিলিং আসে? শেষটা মারডার না ক'রে ফেলে।

রামু। বিনো! ভয় নেই, ফের প্রণয়।

ব-বি। নাথ! এই কি তোমার প্রকৃত প্রণয়? তুমি এটিকেট জান না? পাউডার দিলে ব্রুম দিতে হয়, তা ব্রুম কৈ? আমার মানহানি কচ্ছ?—কর, কর।

রামু। পয়সাও নেই, ভুলেও গেছি।

ব-বি। ভুলে গেছ! ভুলে গেছ! পয়সা নেই! তুমি শিক্ষিতা মহিলার মান জান না, শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করা তোমার উচিত ছিল না। ছিঃ ছিঃ! শিক্ষিতা মহিলার মান-হানি করার পরিণাম দেখ। ঝি! ঝি! তুমি এদিকে এসো।

(ঝির প্রবেশ।)

ঝি! তুমি বক্তিয়ার খিলিজি হও! রামু যেমন আমার

মানহানি কল্লে, তেমনি তুমি রামুর দুটী কাণ ধ'রে রান্নাঘরে কারারুদ্ধ ক'রে রেখে এসো।

ঝি। কাণ মুচ্‌ড়ে দেবো কি গো? এ যে বাবু? মিন্‌সের ত কাণ মুচড়াইনি, কল্‌কাতার মুখে ঝাড়ু মেরে যেতে পাল্লে বাঁচি।

ব-বি। ঝি! ধর, কাণ ধর, রান্নাঘরে নিয়ে যাও। কি?—দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? ধর—ধর—ধর, এমনি ক'রে ধর; যাও, রান্না-ঘরে নিয়ে যাও।

(ঝির কাণ ধরণ।)

রামু। যাই,—যাই, ব্রুম আনিগে, প্রেমের যোগাড় করিগে, পয়সা, পয়সা, মান, মান, শিক্ষিতা রমণী! শিক্ষিতা রমণী!! বঙ্কিম বিনো! বঙ্কিম বিনো!!

ব বি। নাথ পাগল হলো নাকি? আহা! তা হলেও তো না হয় একটা বিরহ্ ক'রে বাঁচি। লভ্ সিন্‌টা বেশ জমে আস্‌ছিল, নাথ চলে গেলেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাড়িৎ তারপথ, বাষ্পীয় যান, ব্যোমযান প্রভৃতি চরম উন্নতি লাভ করেছে। আমি প্রণয়কাতরা হয়ে বিরহ দেখাতে পারব না?—উঃ!

গীত।

বিরহেরি আশা আমি বেধেছি বুকে।
লতায়, পাতায়, স্থলে, জলে, গগনে, সমীরণে,
বিষাদিত-বদনে বিরহেরি ছায়া হেরিব পুলকে;
মনসাধ, অবসাদ, সাধে বাদ,
বুঝি জনম জ্বলিয়া যাবে বিরহ কুহকে।
"বিরহ না হতে মোর হলো পরিণয়"
"ছি ছি ছি এ যাতনা প্রাণে কি লো সয়"।

(ঝির প্রবেশ।)

ঝি। দিদি বাবু! বাবু রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে গো।

ব-বি। কি জান, মহা মহা বীরেরা কাঁদিয়াছেন, সিজিরো কাঁদিয়াছেন, পম্পী কাঁদিয়াছেন, ক্রটস্ কাঁদিয়াছেন, আয়েষা কাঁদিয়াছেন, মুজুরা কাঁদিয়াছেন।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে!—

সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়াও রামচন্দ্র বিহনে কাঁদিয়াছেন।

ঝি। আমিও মিন্সের কথা মনে পড়্লে কাঁদিগো। একদিন হেঁসেলে বসে মুড়ি আর মুড়কী খেতেছিলেম, আর মিন্সের মুখ মনে পড়্লো, চখের জলে ফলার হয়ে গেল।

ব-বি। ঝি! তোমার প্রাণে প্রেম আছে, নিশ্চয় আছে। বিরহ আছে, তুমি তোমার স্বদেশ মেদনীপুর ত্যাগ করে, বিদেশে দাসীবেশে প্রেম জানাচ্ছ, বিরহ দেখাচ্ছ। ঝি! তুমি ধন্য! রাজপুতনায়, বঙ্গালায়, বেহারে আর নায়িকা নাই। ঝি! তুমি মেদনীপুরকে পবিত্র কর্লে? ঝি! তোমার হজব্যাণ্ড তোমাকে ভালবাসতো?

ঝি। হজ্—হজ্ হজ্—বাণ্ট্—বাণ্ট্—কি বলচো গো?

ব-বি। ঝি! হজব্যাণ্ড মানে জাননা? তোমরা যাকে স্বামী বল, আমরা যাকে ভর্ত্তা বলি, সাহেবেরা হজব্যাণ্ড বলে।

ঝি। ছিল গো ছিল, আতার ছিল; কৈ মিন্সে তো বাজাওয়ালা ছিল না, শানাইতো বাজাতো না। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, রামশিঙ্গে ফুঁকতেন।

ব-বি। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন? তাঁর মাথায় টিকি ছিল? (Horrible) হরিবোল্!

ঝি। আমরা কৈবোত গো কৈবোত। তিনি বৈষ্ণবদের মত ফোঁটাও কাট্‌তেন। হরিবোলও বল্‌তেন গো হরিবোল বোল্‌তেন।

ব-বি। আহা! ঝিকে দেখ্‌লে আমার পিটী হয়। ঝি লেখাপড়া জান্‌লে একজন মেদ্‌নীপুরের মণ্ডল হিরোইন হতে পারতো।

ঝি। আমি পিটে পড়্‌তে জানি গো খুব জানি, ন্যাকা-পড়া শিখে হরিণ হবো কেন? বন্দীদের বউ ন্যাকা-পড়া শিখ্‌লে আর কোথা চলে গেল।

ব-বি। হা! বন্দীবউ, হা! বঙ্কিম বাবু! ওহো! আমাদের বঙ্কিম বাবু! তুমি এখন স্বর্গে। তোমার কৃপায় এতটা শিখেছি। তুমি দেবতা। হা বঙ্কিম বাবু! হা তিলোত্তমা! হা রেবেকা! হা কত্‌লু খাঁ!

(রামুর প্রবেশ।)

ব বি। প্রাণেশ্বর! রামু! তোমার আজ এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট আড়াই সেকেণ্ড লেট হয়েছে।

রামু। হুঁ!

ব বি। রামু! রামু! প্রিয়তম জীবিতনাথ! এই কি তোমার ভালবাসা?—এই কি তোমার প্রণয়?

রামু। আরে থাম, প্রেমের জোগাড় ত হলো না, আর ভালবাসায় কাজ নেই। সাবেক দেনার দায়ে কবে জেলে যাই; প্রণয়ে এখন মহা .. য় হয়েছে।

ব-বি। প্রাণেশ্বর! জীবিতেশ্বর! হৃদয়েশ্বর! প্রণয়েশ্বর! প্রেমেশ্বর! বঁধু হে! আজ তুমি বিরহেশ্বর হ'লে, কে বলে রামুর প্রাণে বিরহ নাই? আজ আমার কাঁচা প্রাণে বিরহের নাইট্রিক এসিড্ ঢেলে দিলে। প্রিয়তম! এতদিনে কূল পেলুম।

রামু যাও যাও বিলম্ব সহে না আর,
বিরহেরি বেগ প্রাণে করে ধড় ফড়,
ডেপুটী আমার পিতা, আমি বি এ পাশ
আমার ফিয়ার কিবা বিরহের হেতু
রামু. বাঁধ বুক হয়োনাকো কাবু।

রামু। আর তোমার প্রেম, প্রণয় বিরহ ভালবাসায় কাজ নেই।

ব-বি। আর আমার ভয় নাই। প্রাণেশ্বর! প্রাণ খুলে বল, কবে তুমি জেলে যাবে? কবে জগদীশ্বরের কৃপায় সেই শুভদিন উদয় হবে? আমি দুঃখের জীবন বহন করেছি, কখনও মন খুলে, প্রাণ ভ'রে কাঁদ্‌তে পাইনে, বীরত্ব দেখাতে পারিনে। আমার সেই শুভদিন এসেছে।

রামু। এখন আমাকে জেলে যেতে হবে। আর তোমার ভালবাসায় কাজ নাই।

ব-বি। নাথ! আজি যাবে? যাও, এখনি যাও, আবার চেয়ে রইলে যে? যাচ্ছ না যে? আমি এতবার বল্‌ছি, তবু তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ? কি দেখ্‌ছো? যাও, যাও, যাও, আমার সকল সাধ পূর্ণ হোক্।

রামু। প্রণয় প্রণয় কচ্ছো, আমার যে ছোট আদালতের পেয়াদার সঙ্গে প্রণয় হবে। এ প্রণয় যে ছাড়াবার যো নাই, লাল কড়ি-কাষ্ঠের সঙ্গে প্রণয় কর্ত্তে হবে।

ব-বি। নিজহাতে রচিয়াছি এ মোহন বেণী
কবি বলে কাল-ভুজঙ্গিনী ; সেই বেণী—
আজ এলাইয়ে দিব, কেশজাল ধূলায় লুটাব ॥
উন্নত ফণিনী মত সদাই ফোঁপাব
চমকিয়া উঠিয়া স্বপন দেখিব,
প্রলাপিয়া হয়ে রব ধরায় শায়িনী ॥

প্রাণেশ! কবে তুমি জেলে যাবে। কবে আমি বিরহবিধুরা হবো ?

রামু। আর কথা কব কি বল, কথা বেরুলে তো কব। দুঃখের কথা বল্‌তে এলুম, তুমি যাচ্ছে তাই সাধুভাষা আওড়াতে আরম্ভ কল্লে। আমি জেলে যাব আর তোমার সকল সাধ মিট্‌বে—না ?

ব-বি। প্রাণনাথ! একটানা প্রণয় প্রণয় নয় ? প্রণয়ে জোয়ার ভাঁটা চাই ; প্রণয়ে বিরহ চাই।

(নেপথ্যে)

রামবাবু! একবার বাহিরে আসুন।

রামু। দেখ, আর সময় নেই। বোধ হচ্ছে যেন পেয়াদার গলা।

ব-বি। প্রিয়তম! নাথ! জীবনের সর্ব্বস্ব নিধি স্বামী!

রামু। সময় গেলে আর আসে না। বিরহের পেয়াদা এসেছে, তোমার মত সৌভাগ্যশালী আর কে আছে ?

(নেপথ্যে) রামবাবু! আর দেরি করবেন না।

রামু। আজ্ঞে যাই। তবে চল্লুম।

র বি। একটু আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে যেও, আমি তোমার পানে
চেয়ে—চেয়ে—চেয়ে থাকবো।

[রামুর প্রস্থান।

র বি। আজ (X mas) এক্সমাস, সাতপুকুরের ফ্লাওয়ার সোর
[illegible]মিতি করতে হবে, যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

(সরবৎওয়ালী, ফটোগ্রাফওয়ালী, পানওয়ালী, দক্ষচন্দ্র ও পাহারাওয়ালা।)

গীত।

স য়ালী। নাম হামারা বিবিজান
বদর-তলায় নাগর আমার
মুই গাছ-তলাতে বেচি প্রাণ।
সরবৎ নয় এ টাকা সুধা
পিলে হয় প্রাণটা সাদা
সমঝে নাকো কোন গাধা
মেরা খদ্দের যত গাড়োয়ান॥

(দক্ষচন্দ্রের প্রবেশ।)

হে সরবৎ-বিক্রয়-কারিণি! অবশ্য তুমি মন্দভাগিনী, অবশ্যই
তুমি বৃক্ষতলবাসিনী। উঠ! (Awake) এওয়েক, উঠ,

(Song) সঙ্, সঙ্গীত কর, (Dancc) ডান্স, নৃত্য কর, (Lotgh) লাফ্, হাস্য কর।

স-শালী। অবশ্য তোমার যে খেপসুরৎ চেহারা, আগে এক গ্লাস সরবৎ পান ক'রে চেহারা ফিরিয়ে ফেল, তার পর হাস্য করবো।

দগ্ধ। অবশ্য অবশ্য, তুমি কোথা থাক ? অবশ্য। জানেন আমি (Love Song) লভ্ সঙ্গ্ এর হনুহরঙ্গ অর্থাৎ পিরীত-সঙ্গীতে বড়ই মজ্‌বুত। বঙ্গী উদ্ধারে বরই তৎপর, আমি একজন বিশুদ্ধ শুদ্ধ সম্পাদক, খাঁটী কবিতাভক্ষক।

স-শালী। খাঁটীতেই মাটী, মুইও খাঁটী ছেনু, ঐ ইমামবক্স বোরে সরবৎ খেয়েই মাটী করলে।

দগ্ধ। অবশ্য অবশ্য।

স-শালী। একটা পিরীতের গীত টিচ হোক না ?

গীত।

[illegible] ও সুন্দরী বাচি কেমনে।

[illegible] পক্ষির ভাই ডাহে কুঞ্জবনে।

আর [illegible] আর ডেহ না ওহে পিকবর,

কুর [illegible] করে হিয়ে হন্যে তোর স্বর,

ফাপরে পড়েছে প্রাণ না দেহি ছারান কনে।

পাহারা। হুঁ ! শালা রসিক আছে।

ফটো। (স্বগত) পাহারাওয়ালা গভর্ণমেণ্ট সারভেণ্ট, একটা পজি-

সন হোল্ডার, লভার হলে পরিচয় দেওয়া যায়। পাগড়িটী খুলে ছবি তুলে আলবামে রাখা যায়। বাঙ্গালটা প্রেমিক বটে, কবিতাও খায়, গানও মাখে, বাজনায় শুয়ে থাকে; তবে কথাগুলো কেবল বেসুরো। আহা! পাহারাওয়ালা কেমন পাগড়ী বেঁধেছে, পানওয়ালীই সুখী।

দগ্ধচন্দ্র। (দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া গীত।)

সুন্দরী ও সুন্দরী বাচি কেমনে।

পাহারা। শালা! ইদার আওয়েগা তো দাণ্ডা দেগা। তেরা গলামে লমফোট কাহে? ও শালা! তোম্‌কো বোম্বাইকো বেমার হুয়া মালুম দেতা। আও শালা! হাসপাতালমে আও!

দগ্ধ। অবশ্য অবশ্য, যব ডাণ্ডা দেগা, তব তোমারা নামমে কাগজে লেখেগা, অবশ্য তোমারা মাথা খাগা। জ্বারের লেগে গলায় কোমফোট দিছি, শালা বলে বিউবনিক হয়েছে। দেহি দেহি লম্বর দেহি।

পাহারা। (দগ্ধচন্দ্রের গলা ধাক্কা দিয়া বিদায় করণ)

ফটোগ্রা। পাহারাওয়ালা গর্ভমেণ্ট সার্ভেণ্ট, পজিসন আছে; শীত গ্রীষ্ম মানে না, পাহারা দেয়; চোর-ডাকাত মানে না, পাহারা দেয়; সময় অসময় মানে না, যেখানে সেখানে নিদ্রা দেয়; জাত অজাত মানে না, প্রাণ দেয়। পাহারাওলা বীর-পুরুষ, পাহারাওলা প্রেমিক। পাহারাওলা! পাহারাওলা!! পাহারাওলা!!!

পাহারা। পানওলী! ও পানওলী! তেরা খসম কাঁহা, ইধারে আইয়ে, জেরা নাচ গান করিয়ে।

গীত।

পা-ওলী। আমি বেচি পানের খিলি।

দিনের বেলা ঘুমোই ক'সে, সন্ধ্যা হলে দোকান খুলি।

আমার পুরুষ রতন,

গস্তে গেছে ভোরের বেলা ফেলে এ রতন,

দিয়ে দাঁ.ত মিশি, মুচ্‌কে হাসি, বেচ্‌তে বসি পান,

কত রং বেরঙের বা'বু ভেয়ে, চেয়ে চেয়ে যান ;

দিলে নথের নাড়া, দেয় গো সাড়া,

বলে পান অ ছে প্রাণ খিলিওলী ॥

পাহারা। খিলিওলী! ও খিলিওলী। তেরা খসম কাঁহা? রাত্‌মে সিঁদ উদ চো'রী ওরী কুচ্‌ হুয়া নেই ত?

পা-ওলী। সেঁইয়া সিদেলে কি করবে চুরি,

রেখেছি ধন যত্ন ক'রে আমি নিজে দেখে নিজে মরি,

পাহারা। খিলিওলী! তুই রসিক আছিস্‌। তোরে আমি বড় পেয়ার করি।

পা-ওলী। আমি রসিক তাতো জানি,

অরসিক খদ্দের হলে করি তারে বেইমানি,

পাহারা। বিবি! হাম বেইমান নেই, কেয়া আঁখ্‌সে তোম্‌কো দেখা,হাম বোল্‌নে সেক্‌তা নেই; হাম রাত্‌মে যব নিদ্‌ যাত্তা, তেরা বদন হামারা দিলমে পাহারা দেতা, হাম তোম্‌কো ফুকার তা হ্যায়, আর হাম জাগ্তা, তোম হামারা জুড়িদার হ্যায়।

পা-ওলী। পাহারাওলা সাহেব! তোম্ মুলুকমে যাও, সড়ক্‌মে খিলিকা দোকানমে কুচ দস্তি ওস্তি হোগা নেহি।

পাহারা। বিবি! হামি আর দেশে যাব না। এই কল্‌কেতাতে থাক্‌বো। তেরা বদন বহুত স্থন্দর হ্যায়, তেরা সঙ্গীত সরবৎ কা ম্যাফিক হ্যায়। এইখানে রাম রাম করবো।

পা ওলী। পাহারাওলা সাহেব! যদি তুমি আমাকে পেয়ার কর, তবে এই সড়ক্‌মে একঠো মিঠা তান লাগাও।

গীত।

পাহারা। বিবি হামি আর দেশে যাবে না।
হেরব তেরা বদনখানি নইলে ছাতু খাবে না॥
নিদমে তেরা বদন হেরি,
মেরা মন্‌মে মারা ছুরি,
তেরা পাঁওমে রাখকে পাগ্‌ড়ী নক্‌রী আর করবে না॥

পা ওলী। পাহারাওলা সাহেব! কাল বেহানমে আইও, তোমারা সাথ্‌মে দু একটা সেঁইয়া বৈঁইয়া বাত কহেঙ্গী।

পাহারা। বিবি! হামি তোকে বড় পেয়ার করি। কুছু লাড্ডু উড্ডু—মিঠাই উঠাই মুলকে লেয়ায়ে? তোম্ মুমে দিলে হামারা দিল রোস্‌ণী হোগা।

পা ওলী। পাহারা সাহেব! তোমারা জমাদার আতেহেঁ, ভাগো।

পাহারা। শালা বহুত চোট্টা হ্যায়; হামী থোড়া দিল লাগি কর্‌ছি, শালা ইধার আতে হেঁ, শালা বহুত বেইমান হ্যায়।

বিবি হামি আর দেশে যাবে না।
হেরব তেরা বদনখানি নইলে ছাতু খাবে না।

ফটো - উঃ! চলে গেল! উঃ! পাহারাওলা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফটোগ্রাফ্‌ওয়ালীর গীত।

আমি খুলেছি ফটোগ্রাফী,
মন খুলে ফটো তুলে, আমি মুখের হাসি মুখে চাপি।
(কেউ) ফটো তুলতে এলে পরে,
খুলে আমার ক্যামেরারে,
সিটিং নিয়ে পিরীত পসারে,
ইসারায় হেরে তারে, তুলে নি তার আদত কাপী,
হৃদ আলবামে রেখে দিয়ে, চোকে চোকে হলে কাঁপি।

তৃতীয়-দৃশ্য

সাতপুকুরের বাগান।

ফ্লায়য়ার সো'র সম্মুখ।

(বঙ্কিম বিনোদিনী, দাদখানি, কুসুম,সুসনীলতা, প্যাজকলি, ঝি প্রভৃতি।)

ব-বি। আনন্দ! আনন্দ! উৎসাহ! উৎসাহ! সোৎসাহে বুকে বিরহ প্লে করছে ও প্রাণে হিষ্টিরিয়ার হরিকেন ছুটছে! হিষ্টিরিয়া! আঃ হিষ্টিরিয়া!! ওঃ হিষ্টিরিয়া!!!

ঝি। এত লোকের সামনে কি করে ইস্ত্রি হবে গো?

ব-বি। ঝি! আমার ফিলিং আসছে, তুমি থাম। প্যাজকলি!

ট্রাঙ্ক থেকে বিরহের সব জিনিস-পত্র বা'র কর। বোধ হয়, আমার আর দেরি নেই। ফিলিঙের স্পীরিট্টা মধ্যে মধ্যে উড় উড়্ হচ্ছে, তবে আমার প্রাণবায়ু বীরবাহু বিরহী রামুর কাছে গিয়াছে। না-না-না।

ঝি। ও মা! দিদি বাবু ক্ষেপা হলো নাকি?

ব-বি। ঝি! তুমিও নায়িকা,—মেদনীপুরী নায়িকা। আমার এখন ও ম্যাড্ সিন্ প্লে করবার সময় হয় নি।

ঝি। দিদি বাবু! কি বক্‌তেছো গো, দেয়ালা করছ, কন্নন?

ব-বি। আমার পাশে কে কথা কয়? কে ও সখী চারমিওন? তোমরা সতর্ক থেকো! মূর্চ্ছা শেষ হলে সংবাদ দিও।

সু-লতা। বিনো! ক্ষত বিক্ষত হ'য়ো না! হিষ্টিরিয়াটা তা হলে জমাট হবে না।

ব-বি। সখি! নাথের সংবাদ এনেছ? তিনি কি রণজয়ী হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এসেছেন? তিনি কি চিতোর-লড়ায়ে জয়ী হয়েছেন? যদি না হয়ে থাকেন, আমার পিঠে ধনুর্ব্বাণ বেঁধে দাও, ছুরীখানা বুকে গুঁজে দাও, আমি বীরাঙ্গনা-বেশে সেখানে যাব, নাথকে যুদ্ধে (Assist) এসিষ্ট করবো।

ঝি। ভূতে পেয়েছে। যাই, রোজা ডেকে আনিগে। আবল তাবল মেলাই বক্‌ছে, পাগল হলো না কি?

ব-বি। সখি! তুমি সাবধানে থাক, বোধ হয়, এইবার আমি ম্যাড সিন প্লে করবো।

ঝি। গতিক ভাল নয়, বোধ হয়, ভূতে পেয়েছে। ভূতের রোজা আনিগে।

[ঝির প্রস্থান।

(বিনো ধড়মড়িয়া উঠিয়া)

ব-বি। সন্ সন্ ডাকে সমীরণ,
গভীর গর্জ্জনে হয় বারি বরিষণ।
ধু ধু ধু ধু চিতানল সম জ্বলে বিনোর হৃদয়,
এইবার বুঝি বক্ষে বিরহ উদয়॥

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমার পাশে কথা কচ্ছে কে? গিরিজায়া, না হরিদাসী বৈষ্ণবী, না চামেলী, না বঙ্গবাসীর এডিটর? আমার পাশে দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে বল, আমার রত্নহারাধিক প্রাণাধিক কি ফিরে এসেছে? না না না, ফিরে নাই। এখন আমার জন্য ভগ্ন অট্টালিকার ইটে ব'সে মাটিতে কবিতা রচনা কচ্ছেন। উঃ! কবিতা! কবিতা! কেউ আমার নাথের সংবাদ এনে দিলে না। আমার এখন ফিলিং এলো। আ! আ! আ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

(রোজা রোজিনী ও ঝির প্রবেশ)

গীত।

রোজা। ভূত পেত্নী ঝাড়ার চোটে করব পগার পার।
দেবো হলুদ পড়া, সরষে পড়া (দেবো) জুতা পড়া আর॥
রো-নি। সেজে বেয়াড়া বিদ্‌কুটে ঢং তুমি কোথা থেকে।
রোজা। তোমার মাথা খাব ব'লে বাঘের রক্ত মেখে॥
রো-নি। ভারি ভুরি জারি জুরি জানি তোর সব।
রোজা। চারিটী ধূলো পড়ায় তোরে করতে পারি শব॥
উভয়ে। কে হারে, কে জেতে দেখা যাবে রে এবার॥

রোজা। আমি এম, এ, বি, এ কত ভূত করেছি আমদানি

রো-নি। আমার আঁচলেতে বাঁধা আছে পাশকরা পেত্‌নী॥

রোজা। আমার মন্ত্রের জোরে তুই পড়্‌বি ঘুরে
খাওয়াব তোরে ঘূরণ পাক।

রো-নি। কালো ব'য়ের সাদা গোঁপ কন্ধকাটার কাল শোক

রোজা। ফুস্‌ মন্ত্র পড়ে তোরে ক'রে দিব ফাঁক,
চুপ করে থাক তুই চুপ করে থাক।
নাটুকে কাটুকে ভূত মন্ত্রের জোরে হবে ছারখার।
দেব হাতাপড়া, বেড়ীপড়া, শেষে ঝাঁটা পড়া চমৎকার॥

ব-বি। (গলা তুলিয়া) কে ও অভিরাম স্বামী এলে? অভিরাম স্বামী! আয়েযাই সুখী!!

রোজা। ভয় নাই, পেত্‌নী ভর করেছে।

কুসুম। বিনো! অতটা করবার কথা নয়, দেখনা চাঁদ উঠেছে, ঝুর ঝুরে বাতাস বইছে, ফুলের বাসে প্রাণ আমোদিত হতেছে, বিনো! আমাদের কি ভালবাস না?

ব-বি। (সুরে) "ছড়ায় এত ভালবাসা কোথা পায়
বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা"

রোজা। বাবা! এ সেকেলে ভূত নয়, এ হালি ভূত। দাও, এসেন্স দাও, ফুলের তোড়া দাও, একখানা ছবির বই দাও, একখানা সংবাদপত্র দাও, যেন বঙ্গবাসী দিও না; ও টিকিওয়ালা ভূত নয়।

ব-বি। টিকিওয়ালা প্রণয়ী হয় না! মাধবাচার্য্য প্রণয়ী ছিলেন না, হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন।

ঝি। এসো দিদি বাবু এসো।

ব-বি। ঝি! তোর পায়ে পড়ি তুই আর একবার আমার ফিলিং এনে দে, আমি ভাল ক'রে এত লোকের সাম্‌নে ফিলিং দেখাই।

একজন। বেটীরা মরেছে। হ্যাঁগা বাছা! তোমরা হিঁদুর মেয়ে, আহা! তোমাদের বাপ কে গা? হিঁদুয়ানীটা এত উন্নতি হয়েছে?

কুসুম। (Sir) মশাই! বাধা দিবেন না, এখনও ফিলিঙের ছিটে আছে।

সকলে। বিনো! বিনো! রামু এখন জেলে বন্দী!

ব বি। যাই! যাই! রামু জেলে, রামু বন্দী; বঁধুহে! তুমি বন্দী! যাই—যাই, ঐ হিঃ হিঃ।

[বিনোর প্রস্থান ও সকলের করতালি।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রেসিডেন্সি জেলের সম্মুখ।

(জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার বালক-বালিকা)

SONG.

Papa come!
Come to the New market come!
Chiis'mas Cake, Chiis'mas Card
Buy some singing Bird,
Come Jelly Nelly Poly Selly,
Sing a song charily marily.
Mama Drive Tam dum.

(বেগে বঙ্কিম বিনোদিনীর প্রবেশ)

ব-বি। রক্ষী! রক্ষী! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার প্রাণনাথকে ছেড়ে দাও, আমি এসেছি, অনেক অনুসন্ধান ক'রে এসেছি। প্রাণকর্ত্তাকে না পেলে, এখনি এইখানে, এই কারাগারের দ্বারে প্রাণ বিসর্জ্জন করবো।

ঝি। সাহেব! আমি তোমাকে লাউশাক দেব, মূলা দেব, মুড়ি দেব, বাবুকে ছেড়ে দাও।

ব-বি। আমার স্বামী জেলে! তাই তোমার কাছে এসেছি, আমার রামুকে দাও, আমার বঁধুকে দাও।

সাহেব। আমি অনেক দিন বাঙ্গালায় আছি, বাঙ্গালার অনেক আচার-ব্যবহার দেখেছি, তোমার স্বামীর কাছ থেকে সব শুনেছি। বাঙ্গালীরা সামান্য শিক্ষার জোরে সাহেব সাজিতেছে, বিলাত যাইতেছে, বিলাতী আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে। হিন্দুদিগের, যে দেবতাদিগকে দেখিলে আমাদের প্রাণে ভক্তি হয়, সেই দেবতাদিগকে হিন্দুরা আপনারাই অপমান করিতেছে। ধিক্ হিন্দুদিগকে! হিন্দুরা আমাদের সকল বিষয় অনুকরণ করিতে যাইয়া জানোয়ার-পদে অভিষিক্ত হন, আমরা সেই জানোয়ারকে লইয়া নাচাইয়া থাকি। ইংরেজেরা যে বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা করে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়। বাঙ্গালীরা স্বজাতির গৌরব রাখিতে জানে না, নিজের মান নিজে রক্ষা করিতে জানে না, পয়সা পাইলেই তাহাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। পয়সার জন্য খ্রীষ্টান হইতেছে, মুসলমান হইতেছে, এমন কি,

নিজের পরিবার লইয়া অপর জাতির সঙ্গে বিবাহ দিতেছে ; Shame! Shame! আমি অধিক বলিতে চাহি না, হিন্দুদের পুণ্যময় সংসার-ক্ষেত্রে পুণ্যময়ী কুললক্ষ্মীদিগের যে মুখচন্দ্র সূর্য্যও দেখিতে পায় নাই, আজ কি না, তাহারা আদালতে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ স্বামীর নামে অভিযোগ আনিতেছে। আমাদের সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া আমাদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, Fie! Fie! বাঙ্গালীদের ভবিষ্যৎ ভরসা কন্যাপুত্রগণ শিক্ষা প্রভাবে উচ্ছন্ন যাইতেছে, বাঙ্গালীর পুণ্যময় সংসার-ক্ষেত্রে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তোমার দোষে তোমার স্বামীর জেল। তোমার স্বামীর ঋণ-পরিশোধ করিয়া মুক্তি দিতেছি ; বিবিয়ানা পরিত্যাগ কর, নিজ স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া, গুরুজনার প্রতি ভক্তি রাখিয়া, সুখ-সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর গে। আর এমন কুসংস্কারে লিপ্ত হইও না।

ব বি। (স্বগতঃ) আমি কি পাপিনী! আমি আমাদের এমন পবিত্র ধর্ম্মকে অবহেলা করেছি! একজন বিজাতীয়ের মুখে হিন্দু-ধর্ম্মের কথা শুনিতে হইল! আর আমি হিন্দু হ'য়ে বিজাতীয় আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে গিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, ধিক্ আমাকে! ভগবান্! রক্ষা করুন্!!

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

বাবা! আমি কুকাজ করেছি, আমার বুদ্ধির দোষে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের অপমান করেছি, পরমগুরু পরমারাধ্য দেবতুল্য স্বামীকে অকারণ নানাবিধ ঋণজালে জড়িত করেছি। পরমেশ্বর! আমি অপরাধিনী, আমি পাপিনী, আমার

পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! (সাহেবের পদ ধরিয়া) সাহেব! আমাকে ক্ষমা করুন! বাবা! আমাকে ক্ষমা করুন!

সাহেব। রামুকে নিয়ে এসো, হাঁ, তোমাদের অপরাধ নাই, দোষ তোমাদের শিক্ষার। মা! উঠ।

ব-বি। সাহেব! (নদের চাঁদকে দেখাইয়া) ইনি আমার পিতা। তুমি আমার ধর্ম্মপিতা।

ন-চাঁদ। মশাই! অপনি আমার বন্ধু। এই সকল আমার বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছে। ভগবান্! সুমতি দাও।

সাহেব। আপনিও আমার পরম বন্ধু, আমি টাকা লইব না। যদ্যপি আপনি ঋণ মনে করেন, তাহা হইলে কোন অতিথিশালায় এই টাকা প্রেরণ করিবেন।

(রামুর প্রবেশ।)

ব-বি। (দৌড়াইয়া যাইয়া রামুকে প্রণাম) সাহেব! তুমি আমার ধর্ম্মপিতা, তুমি আমাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিলে, তোমার জন্যে আমি আজ সব সুখে সুখী হলুম।

রামু। সাহেব! তুমি আমাকে যথেষ্ট যত্ন করেছ. তোমার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারবো না। তুমি আমার ধর্ম্মপিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ভগবান্! তোমার পদে যেন ভক্তি থাকে।

ব-বি। (সাহেবের ছেলে মেয়েকে কোলে করিয়া) তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বোন, দেখিস্, যেন এই দুষ্ট দিদিটাকে ভুলিস্ নে।

ঝি। আমি তোমাকে লাউশাক দেবো! আর দেখ খোকা, এই বাউনীর দিনে তোদের পিটে দিয়ে যাব।

ব-বি। আমি শিক্ষার দোষে সমাজের আচার ব্যবহার ত্যাগ ক'রে বিবিয়ানা ক'রে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি ও দিয়াছি, ভগবান্ কি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন ?

সাহেব। দেখ, এখন তুমি ধর্ম্মমেয়ে, তুমি এখন বিবি নয়। দেবি ! যাও, স্বামী ও গুরুজনকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করগে।

ন-চাঁদ। আমি সাহেবিয়ানা ক'রে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, আমার নিতান্ত ইচ্ছা, একবার তীর্থ দর্শন ক'রে আসি। এসো, আমরা তীর্থ-দর্শনে যাই।

[সাহেবকে যথারীতি সম্মান করিয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হরিদ্বার।

যোগিনী অ সীনা।

(নন্দের চাঁদ, রামু, বঙ্কিম বিনোদিনী, কালাচাঁদ ও ঝির প্রবেশ।)

গীত।

যোগিনী। পার্ব্বতীপতি পঞ্চানন পরমেশ্বর প্রণমি পায়।
কালিয়দমন কালেরি ঘরণী কভু কাল
বল কে চেনে তোমায় ॥
তারকা তপন, চন্দ্রমা পবন,
তব প্রেমে নিত্য করিছে ভ্রমণ
সমুদায়—বিধি হয় তব বিধি
তোমারে ছাড়িয়া কেবা ত্রাণ পায়
ধরাধামে ধর্ম্ম তুমি হে সহায় ॥

FAIRY LAND.

— 1 —

পরীস্থান

গীত।

আজি শুভদিনে এ শুভ-কাননে,
প্রেম-গানে এসো তুলি প্রেম-তান।
সোহাগে গলিয়ে, সোহাগ ঢালিয়ে,
নাথেরি আশে রেখেছি প্রাণ॥
চাঁদের কোলে হেলে দুলে চাঁদ নিয়ে করি খেলা
চাঁদের চুমোয় বিভোর হয়ে ধরিব চাঁদের গলা।
হের রূপরাশি ফুল-কুল-হাসি,
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি, করি প্রেম-সুধাপান॥